



কে বলুন ত'ৎ.



যদি চিনতে পেরে থাকেন এমন মনুষ্য কুস্তমি নাম ঠিকানা লিখে ৩০শে মার্চের
জানান। সফলতার নাম ছাপা হবে আগামী কোন সংখ্যায়।



সম্পাদকীয়

১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০০০

বস, চিত্রশিল্পে সঙ্কটের আর একদিক

গত সমগ্র আমেরা সম্পাদকীয় নিবন্ধে বস চিত্রশিল্পের সঙ্কট প্রসঙ্গে মাত্র একটি দিক লইয়াই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা চিত্রশিল্পের মূল সঙ্কট যে কেন্দ্রীয় কাজেই আরোপিত ন্যূনতম কঙ্কট নহে তাহা বিশেষ অধিনিবেশ সংকারে চিত্র্য কবিলে অতি সহজেই ব্রহ্মবন্দন হইবে।

বাবীমতান্তোর ভারতে আমরা যে কোন আন্দোলন ও বিজ্ঞানোন্নতির মূলগত কারণ বিবরণ করিলে সঙ্কটই এই সিদ্ধান্তে আসিতে সক্ষম হইব যে বেস-সরকারী দিক-দিগ্ধা আমরা দৃষ্টান্তেই বঞ্চিত ও শোণিত হইনা কেন তাহার বিকল্পে কোনরূপ উদ্ভাটনা করি না। এক্ষণে কেন্দ্র আমেরা স্ফূর্ত্যের সহিত সহাবস্থান করিয়া চলিতে সক্ষম না অগ্রগত। তাই কালে, বাতাহীনের আমেরা ৬০০০ টি করি না, বিনা টিকিটে প্রবাসকারীদের প্রদত্ত দিয়া থাকি, খাচ্ছে ভোজ্যকারীদের উদ্ভাবনী শক্তির তারিফ করি; বাড়ীর নিউসীতে

উপের শিকল টানিয়া টোপ খামাইলে হৃদয়কারীর প্রশংসা করি, উচ্চমূল্য বাস্তব; সঙ্কটের ইহা বাস, ভবের বিজ্ঞান কেন্দ্র পোড়াইলে অন্ধের বাড়ীটো মধ্য উপভোগ করি, হোল্ডার রঙে টোপের হুঁই ইত্যাদি কালিমা; কলঙ্কিত কর্তব্যের বাস্তব 'সিই এরা' যে কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্র ভাঙে জনপ্রিয়তার হুমোয়ো-যে কোনরূপ স্ফীত হারে স্পন্দন পাইলে তাহার প্রাণে পান্না মনে করি।

এ কথা চলতিই শিরে সঞ্চিতের মতো প্রাচীনই শোনা যায় যে অমূলক অধিনেত সর্বমোট এত টাকা পারিশ্রমিক লইয়া অমূলক ডিজে অধিনেত কর্তব্যে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার মধ্যে অল্প টাকার দেওয়া হইয়াছে। প্রাক্কমানি হইয়াছে। কালো বাজার সম্পর্কে পরিচয় দাওয়া আছে, কিন্তু কালো টাকার সম্পর্কে অল্পটো দাওয়া নাই। এই বিশেষ বাণিজ্যের একমাত্র সাম্প্রতিক কালে চালু হইয়াছে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে—তথ্য বন্ধ

চলচ্চিত্র শিল্পেও। বিশ্বের বাণীব এই যে প্রায় কেহেই ত্যাকমানি 'ওপ হাফাখত' অলিমিত পারিভ্রমিকের 'অংশ' 'হ্রস্ব-চলিত' সহস্র হ্রস্বের কম হয় না। আর চিত্র, প্রস্তুত করিয়া মাড়প মেনার হস্তিগের মোহন্যকার মুক্তার, শতাব্দে চিত্রিত হয় 'যেচাবি' প্রযোজককে, যে কিনা 'চিত্রশিল্পের অনেকগুলি' নেপোলের স্বাভাবিক বোণান-দিয়া থাকে। যে বক চলচ্চিত্র শিল্পে পতকরা ৩-টি চিত্র আধিক কতিয়ত্ত হয়, ২-টির কোরে লাভ লোকমানের মহাবাহান ও ২-টির কোরে মাজ, লাভের মুখশর্ন সত্তর হয়, সেট 'পরে দার: স্মৃতি তাহার' তেনে লক্ষ্যে প্রকৃত পারি-ভ্রমিকের বাস্তবের বোকাব প্রবণ শাকের খাটি সঙ্গ স্মৃতিমানি ব 'কাল: টাক: গ্রহণ' করে?

স্মারক পত্ৰতাপের বিষয় এই যে যে বক চলচ্চিত্র 'শর' সরকারী প্রচলিত করেব 'কোরে' সহস্রের পরিমা উত্তিহাছে—সেই 'শর' উপ-উক্ত 'অন্তঃস্থটিক' সংকে লীখান-বহিরা: বহিরা দাওরা সন্ধানের 'বৈজ্ঞানিক' মাপের বত লালন করিয়া চলিয়াছে। এমন কি যে সকল 'ব্লাকু-স্টার: উক্ত প্রোডাকশন' কট 'হেই' দিনের পর দিন 'চল:না' পাইয়া অনাহারে 'অধাতারে' বহিরাছে উত্তিহাছে। পৃথিবী ক্রমতা পরিভার করিয়া কোনরূপ প্রতিবাদ করে 'নাই। বলা: বাহুল্য' প্রতিবাদ করিবার নাকি কোন উপায়ও নাই—কেন না চিত্রশিল্প স্মৃতি রতী বহাওরা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমবৃত্ত: পৃথিবী সকলোট 'সুপারকপিড' অনুষ্ঠিত অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিকটে 'সেইদিনলক্ষ্যমূল্যের' বস্ত্রোচ্চারণ, করিয়া তাহাদের কৃপাকটাক লাভে 'লাপাইত'।

চলচ্চিত্র উল্লিখিত 'স্মৃতি' পাইয়াও বাণ: বা না করিয়া বোকাব হাসি হাসিতে 'অনাগ'।

কিন্তু 'অনাগ' বিধিত হই তখন, এখন 'দৈনিক' পত্রিকাদিগে সরকারী কর্মনীতি 'প্রত্যক্ষ' বাণোচনা করিতে গিয়া এই 'লালিত' সত্তর প্রসঙ্গে কোনরূপ 'আপেক্ষাপাত' করিতে সাহসী হয় নাই। 'আমরা: কি' মনে 'করিব' চিত্রশিল্প সংস্কারের হস্তই 'দৈনিক' প্রতিক-গুলিও 'ইউরপ' 'তবাকপ্তিত' কাণাবাণাবী, মনোভাষণের অভিনেত্রীদের সইই করিয়া চল? যদি তাহাই হয় তবে চিত্রশিল্পের 'উন্নয়ন' যে অসম্ভাব্যকল্প সে বিষয়ে 'কেনিঙ্গ' সন্দেহ নাই। কেননা কেন্দ্রীয় করেব বোকার অপেক্ষাও আরও বেই ডারি বোকারূপ অভিনেত্রীদের 'কাল:টাক'র ভার বহিয়া চিত্রশিল্প 'সত্যট' আর 'হাফ' ইহু পড়িয়াছে। এখন অবশ্য: 'বেইদিন' চলিলে শিল্পেই যে 'কবে' খুশিন গ্রহ যোগের বত মুখ পুড়াইয়া পড়বে ও মরিবে, কেউ বলিতে পারে না।

তাই 'সকল' প্রিয়কারি বাস্তি প্রকৃতই বক চলচ্চিত্র শিল্পের দরদী তাহাদের 'উত্তরিত' নিকট 'আবেদন' জানাই, 'আর' 'আন্তর' জানাই 'উৎসাহের' ক্রীকতা: পুর্নহার করিয়া সাহসের সঙ্গে বক চলচ্চিত্র শিল্পের সম্মুখে 'উৎ' স্বতন্ত্র 'উই' মনেব—'কেন্দ্রীয়' দর' ও 'কাল: টাক'র নিকটে 'কপিং' গাড়াইতে। সবশেষে 'আমরা: এই' দুইটি 'বিষয়ে' 'বাংলা-প্রকৃত' কচিকল-চলচ্চিত্র দর্শকদের 'দৃষ্টি' আকর্ষণ 'করি।' 'আর' 'উদাহরে' 'উদাহর' সেমিতে বলি—কোন কিছুই কি 'এ' বাণ্যারে 'উদাহরে' 'কর'ই নাই?

২য় নলাটে মুজিত চিত্রের নাম জুগন ছাড়াই পাঠাতে
পারেন। শেষ তারিখ ৩-শে মার্চ।

কালো চশমা

বেকসভী হত্যার গোমাইনী বলিচা
সর্বোচ্চ স্তায় লায় বায় দিহাভেন।

কমস্ত তিনটে নারাক মেহেরন এতদিনে
টনক নড়িলে বাচি।

‘নানাবতীর’ হাইকৌশল লগাঝা কাধাকরি
কবিতা নেহের প্রথম নেহারা—‘নানা’
কবিতাছেন বলিচা পার্লমেন্টে প্রর উঠিহাভে।
গণতন্ত্রের ভিত্তি যে কি তা’ যাকে যাকে
গণতন্ত্রী দেশের প্রধান স্ত্রী কুলিচা দিহাট
বা কিছু-কিছু সাধন করেন।

প্রশ্নে কংগ্রেস সভির বিজ্ঞানস
ডাক্টরের পদোত্তরে বেহের বিজয় বনানচী
মালনে অন্তর্য পোষকে-বাংলা ডাকিহাভেন।
‘অতুলা বাবু রাত্টি হটলে, দাঁড়া মি.
‘ননায়ে কিং’ দুঃ-এর কাওপুন্সানা নহন
সার্থক করিচা দেশ; যাতিহ।

হোমলীর রাসপে:
হুইজন ছুরিকাভ—সংবাদ
রঙে রঙে গেলের মন এতটা রেঙে উঠেছিল
গেরকের রঙে হোমলী খেলিবার বাসন হু
বুঝি!*

এত-এত-এত কোন ছবি নিয়ে কঠিন—
কোন চিত্রের প্রচণ্ডে রাবজত হচ্ছে।

নানীকরণ ভূমির স্বাধীন নিম্নাঙ্গল দোলে
মিটিং-ময় কি?

জাতীয় সরকার কিছের গুণ ২৮ হাজার
টাকা কর পাঠ্য করার কথা বোনাহাভ
বাংলা। কিছ-বাংলা প্রতিবাদেব কড
উঠিহাভে।

কিন্তু বিশেষ বিশেষ অভিনেতা অভিনেত্রী
দুগুন ছবি-পিল্ল ৪০-৫০ টাকার কালা টাকা;
(Black money বলিচা বিসিত্ত)। লইহাভে
ভাটার বিক্রেত কেব টু-শকটি হোলে নাই।

‘দেবী’ চিত্রটির যখন প্রায় কাগজেট
সুন্দরোভন: করিহাভে, তখন কোন এক
‘ইলেকট্রিক’ কুমি মধ্য ডিরপ্রকী, হোমোচনমকার
গেছেন প্রশংসা গাইহাভেন।

আহা, বেচারী বুদ্ধিতে পারে নাই
অজ্ঞাত সহযোগীদের পেটে পেটে এত ছিল।

মেহের মহাপদ বাটাস’ বিভিন্ন
অভিযানে (অভিযানে-খাওয়ার মানে বললে
সুন্দর অজ্ঞাষণ) নেতৃত্ব করিবেন বলিচা;
হুয়ার ডাকিহাভেন বলিচা সংবাদে প্রকাশে।
লোকে ভাবিতেছে তার কি ফেলিলেন?

বর্ষ শুরু বিশেষ সংখ্যার রচনা

রূপাঞ্জলির বিশেষ বর্ষ শুরু সংখ্যায় হারা রচনার প্রকাশার্থে পাঠাতে
চান ভারী ওয়েল মার্চের মধ্যে অবশ্যই পাঠাবেন।

সম্পাদক : রূপাঞ্জলি

স্বদেশীতিকা

আশা ভোঁসলে

। বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বি।

বোম্বাই-এর বেশখা বাহিকাসের মতো মেয়েদের মতো সখীতাম্বরণ লিখা করে তার
আশা ভোঁসলে দুইমাসে বেশ জনপ্রিয়।
সত্য যুগ্মপত্র আর বীত লভ্যে বাস ছিল
সম্ভবতঃ একমাত্র আশা ভোঁসলেই খাম্বান
বোন টিনি। তার বছরের ছোট। জিভ-
অনন্য ভাবে কোড নাম তাত এর জুনি।
তিনি কিম্বাঃ মেলখা বাহিকাসের আশা
পেতে যখন সত্য যুগ্মপত্রের ছোট
সিদ্ধ বাহিকাসের এর জনপ্রিয়তার লক্ষ
আশাই ছাড়াই তারতম্যপী বিচ
জাম্বাঃ নাম উত্তিম্বাঃ বেশ চাইতে
পাড়তে। কাম্বাঃ, সিলোমঃ এমন কি
জাম্বাঃ বৈচিত্র্য বৈচিত্র্যিত আশা
ভোঁসলেবের বাহানি হয়ে থাকে সখীত-
প্রবাহের মতোবের। আর সব বই ছিল
তুঃ এইকমের একজনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া



৮ই সেপ্টেম্বর সাতার
ভেল্ড আশা ভোঁসলে জন্মগ্রহণ করেন।
যান শেখার কোক খেটিলেল পেরেই টেল
শিক শুরু হয় বাবার কাছে। বাবা একজন
মহতর সখীত-শিল্পী ছিলেন। পিতা
উত্তর-দিকার গুয়ে আশার নদ
বোনও পেয়েছিলেন। তাই ছোটবেলা থেকেই
আশা সখীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।



১৫১

প্রিয়ভাষিণী

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সকালের হাওয়াটা বড় ভাল, দারো
হলবে রোদ উঠেছে। 'কাল সারাদিন
টিপ কুটি গেছে। সবুজ ঘাসের ওপর, ঘাছের
মাথা, পিছনের দাঁড়ির জলে নতুন রোদ
খুকিমুকি কছে। দেপলাম এতবড় একটা
গাছ! ফড়ি আঁমাদের পিছু নিয়েছে। কখনও
'আমার মাথার ওপর কখনও হাঁড়ির মাথার
ওপর, ঘাছের পাশে, 'কাদের কাছে লগিয়ে
ঘুরে উড়ে উড়ে আঁমাদের সঙ্গে চলছিল।
'অন্য নগর' কলোনির প্রকাণ্ড কলমের আম
বাগান, 'কলা বাগান, লিচু বাগান ও সকলের
শেষে প্রকাণ্ড দাঁড়ির সীমানা পার হয়ে
আমরা হুই বন্ধ মাঠে নেমে পড়লাম।

হাওয়াটা বড় ভাল লাগছিল। বগার শেষে
আঁকানের রং বেশ নীল হয়ে গেছে লক্ষ্য
করলাম। 'শহরের 'বাগানের মধ্যে এমন
ভাবে চোখ উরে আঁকান দেশীর 'কলা মনে
থাকে কি।

'নবকাল' এসে গেলে 'তারি বর্নল।
'তাই।' আমি হাত বাড়ি দেখলাম।
'আঁটা চক্রে কলকাতার ট্রেন' এতটাই
জড়িত করে আঁমাদের না বেরোলেও

চলত কি
বলেছি।

তারি হাসল।

'বিষয় 'চৌধুরী' বাড়ির 'চা' টুকু পেতে
না পেতে হোমার 'চা' মন পড়বে, 'নাগে'।
'তখন 'আঁকি আঁকিয়ে তারি মনে
দেপলাম, 'বলে সারাদিন 'এত দেপাম
'চৌধুরী' 'পুত্রে', 'বাই' 'কই' 'চালি' 'মিঠে'
('আঁমাদের 'দর' 'মাজি' 'চৌধুরী' 'বাই'
'করে' 'চলেন') 'ভা' 'দেলাম, 'অমন' 'চল'
'বিজানায়' 'মিঠে' 'কাতাম' 'মেখানে',
সকালে 'চা' টুকু ছেড়ে 'আঁমার কোন' 'মানে'
হয়?

তারি কথা বলল না। 'একি' 'ভদিক'
'তাকাল।

'আঁমি' 'বললাম', 'তাকিয়ে' 'লা' 'নেই'
'তলা', 'এটা' 'পু' 'না', 'ভাই' 'বাই' 'চো'
'না' 'সো' 'ভা' 'রেই' 'রেই', 'চা' 'এর' 'ওল' 'মিলে'
'যাবে'। 'কথা' 'শেষ' 'করে' 'হাললাম'।

হারি বেরোলে, 'এসে' 'তো' 'আর'
একটি 'সো' 'যাক', 'ওই' 'না' 'বৈশনের' 'রাস্তা'
আঁমি 'যা' 'না' 'চললাম', 'মনে' 'পড়ল' 'কাল'

‘সাহিত্য’।

হৈশেন খেঁক খেঁকিবে ওঠ বড় ‘সঁড়ক’ পরে
আমরা এদিকে এসেছিলাম। বললাম,
‘তা হৈশেন ঈল’ আছে, কিন্তু সন্ধান-বেলা
‘অন্তঃ’ রাস্তা হাটবার পুরাটা বাঁজিয়ে কি
‘আর মজা পাবে?’

‘আচ্ছা! এসো! তো, আর একটু হাটা
যাক!’ যেন কি মনে আছে হাঁকিনের,
যেন হৈশেন পলায় যাকবার অপেক্ষা করছে
হচ্ছে না, তার আগেই চা পাথ এমন একটা
উন্মাদার ভাব নিয়ে সে-লগ্ন পাকের
লাগল। মনে মনে বললাম ব্যাপার কি-না।

মাঠের পথ পেরু করে ‘আমরা’ আশ-
শেষের ভেঁট ভেঁটের কাছে
পৌঁছলাম। পাথের পথ পেতে-তিন চারটে
ফুটকা বাঁক। দুটে ভিলতে রাস্তাটা পার
হবে কপলের পিছনে চলে গেল। দুটো
খড়ের ঘর চোখে পড়ল। ‘উপরের বস্মী
লতার ঢাক’ একটা জোবা। ‘জোবার
চারবার ঘিরে কলাশাট, কচুর কোণ।’
রাস্তায় উঠে যাই। হারিন হঠাৎ থ্যাঁড়িয়ে
পড়ল। ‘ব্যাপার কি?’ আমি ছোট করে
প্রশ্ন করলাম। হারিন কখনো কখনো
‘আহুঁ’

‘দিয়ে-ডান দিকে কি দেখাতে’ আমার চোখে
পড়ল একটা কুহুর। মরে-থেকে। যেন
এই ছাত্র মরেছে। এখনও মাছি বসে
বাগানী হং। কেবল কানের জুটো পাশ
আর ল্যাংঘর উপরায় একটু করে শাদা
পোছ। ‘কি করে বল?’ আমি কেমন
ব্যোমার মত প্রশ্ন করলাম। ‘আমি কি করে
জানব?’ হারিন গভীর হয়ে বলল। ‘নাকের
জগার রক্ত বেরতে পাচ্ছি।’

বললাম, ‘তবে মাথায় বাড়ি মেয়ে কেউ
পেব করেছে?’

হারিন কখনো বলল না।

‘কুহুরটা দেখতে হস্তর ডিল’ আমি

বিক্রিট করে

বললাম ‘আটা!’

হারিন বলল, ‘কারো পোষা কুহুর,
রাখার কুহুর এমন পরিষ্কার হয় না।’

‘...মাথাগো মেতমির কুহুর।’ হুই মড়কে
লগ্নী চাপা পড়ে মরেছে।

চমকে উঠলে ‘বাড়ি’ ফেরাতে দেখলাম,
বাগের ভেতরে কুহুরের একটা ছেলে পাশে
এসে বাড়িয়েছে। একটা থাকি রঙের হার্ন-
প্যাট পরনে, তলার দিকটা ছেঁড়া, তালি
‘আটা’। বাড়ি বাড়ি চুপ মাথা। ‘পালি
খা, মনোযোগ দিয়ে সে কুহুরটাকে দেখতে।’

‘আমি হারিনের বাড়ি হাত রাখলাম,
‘ডোলে।’

হারিন বলল, ‘এসো, এখানেই চা পেয়ে
যাই।’

‘আবাক হয়ে হারিনের মূণ দেখি।’

হারিন ‘আহুঁ’ দিয়ে ‘দেখিয়ে’ দিল
আমাকে। ‘ওই গলিক বড় রাস্তা মূণ করে’
চারের পৌকান খোলা হয়েছে, —আমাক,
পরিষ্কার মনে আছে, যখন এ পথে কাল
আসি যেন এদিকে কোথায় একটা থোকান
চোখে পড়েছিল। এখন পেয়ে গেলাম তো।’

‘এখানে চারের থোকান।’ ‘অসুট
গলায় বললাম।’ হারিন ‘আমার কথার
উত্তর না দিয়ে’ আগে আগে চলল। আমি

তাকে ‘অহসরথ’ করলাম। ‘আমার বাড়ি
কিভাবে বেশি-ছেলেটা এক রাস্তায় বাড়িয়ে
নেই।’ মরা কুহুরটা মা’পে’ এসে বাড়িয়েছে,
‘আর যেন একটা পাউস কাক গুরুত্ব করছিল
সেখানে।’ একটা কাক হাতে নিয়ে ছেলেটা
কাক ভাঙাচ্ছে, কুহুরের পাশে তাকে খেসতে
দিচ্ছে না। ‘মেতমির কুহুর।’ কথাটা
কানে-লেগেছিল।

‘তা, থোকান মূণ পড়ের মূণ’



মেহেতুবাণী করকে বটে: সিডনে কোল: ২ - শ্যুজিলাকে বলছে কিশোর

হলেও সামনের দিকে টিনের বেড়া। বেশ
বড় চৌকসে নিখুঁতভাবে বসে। বাইরে
একটা বেঞ্চ পাশে। চাঁচাবসনী ফল ছোট
ছোট কাচের গ্লাস করে চা খাচ্ছে। কিছুই
পাচ্ছে। বেশে মনে চমক ওঠে। ইমানকার
জোকে। হুজুজো চাববাস করে। পুরে
দুফলম, নং, অমানজ নিজে টেপুনে যাচ্ছে।
টেনে, চড়ে কলকাতা, হাবার ভজ্জে টেরী
হয়ে এসেছে। হুজুজো, জিঃ, কালকাতা
পুইশ্যাক বোকাই বড় বড়, বড়, বড়, বড়

ছডামে: চোখে পড়ল, আদর: জুঁজ
কোকানের সামনে পাডাতে ভিতর থেকে
একজন টেডিং উইল: 'আন্তন আন্তন'
কতইলাব, পলীবেল কোকানে একবার
পায়েব 'পুলে' হিঃ মনে। আমি চারিমেত
হাত জিপলায়। জাপিন বলল, 'টেনে আসতে
এমনও এক দাঁট: বাড়ি, এসে: বসে চ-ট:
পেড়ে নিই।'

ভিতরে ঢুকে
বনবার অবশেষে আসে।

[সাহিত্য]

দু'তিনটা মোহার চেয়ার ও একটি বড় টেবিল চোখে পড়ল। কেবাসিস কাঠের টেবিল। তবে একটা সবুজ রঙের 'অয়েল কুথ' বিদ্যে দেহারী হুঁশ করা হয়েছে। 'আমাদের মতন ঘর। ভাষা-কাপড় ছতো' পরা হুঁজন বাবু বলে চা' থাকে। এখানে কাজের রাগে না, কীতিহত পেয়ালা খেট।

দোকানের মালিক একটা ছোট টেবিল চেয়ার নিয়ে একপাশে বসে আছে। পকানের কাজাকি বহন। রোগা পিটপিতে চেহারা। কিন্তু দেখলে বেশ তেজী মনে হয়। কীচা-পাকা চুল মাথাধা। হাড়ি খোক, নিহুল করে কথোনে। আঘা ভিতরে ডোকাঝা উঠে ধাড়ির জু'হাট একত্র করে দুটো চেয়ার চোখের ইন্ধিতে খেলিয়ে দিয়ে বলল, 'বহন, বহন'।

চেয়ার টেনে আঘা বসল।

'শান্তি! শান্তি!' বাত্ন সনত্ত ভাব নিয়ে অন্তরিক ঘাড় বিকিয়ে আঘা চীৎকার করে উঠল।

আমরা! আড়চোখে অন্ত দুটি বাবু পক্ষেরকে দেখছিল। চা' থাকে, সিগারেট, হুঁকুজ এবং নিহু গলায় কি যেন গুণাবর্ত। বলছে। মালিকের মাথার ওপর বেড়ার পায়ে ছোট একটা কার্ডবোর্ড ঝুগছে। 'তাত্ত কাল্পি দিয়ে লেখা আছে: 'পরম জল দিয়ে কাপ খেট খোতা হয়।' আর একটা কার্ড-বোর্ডে লেখা আছে: 'সততাই আমার প্রজি'। হারিন পকেট থেকে সিগারেট বার করল।

'বেশ দোকানটি জাঁকিয়ে বসেছেন অনাদি দত্ত মশাই।' বিড়বিড় করে হারিন বলল।

'ওর নাম অনাদি দত্ত মশাই?' 'আমি মালিককে আর এক নম্বর দেখে হারিনের

দিকে হুঁশ দেওয়াই। 'সত মশাইর নাম জানলে কি করে।'

সিগারেট পরিয়ে হারিন মাথা নাড়ল।

'তোমাণ মতন চেপ কান বন্ধ রেখে পথ চলিলে নিশ্চয় টের পেয়েছে। মোকালে চুকবার সময় বাইরে দরজার মাথায় 'সাইন-বোর্ডপান: পড়ে ফেললাম, শান্তি কেবিন—থেকে অনাদি দত্ত।'

'ও, সেততই শান্তি পাশি চোঁকছিল—' 'চেলে না কি চাই।' কথা শেষ করে হারিনের উত্তরের অপেক্ষা করছি এমন সময় একপাশের পর্দা সরিয়ে একটি সুতী এসে চিত্তরে চুকল। একটা জুবে শান্তি পরনে, শাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে গারে আলতো ছোট 'দাতা রাউজ' আলগা, খোঁপা মাথায়। হাতে একপাছি করে চুড়ি। সব কিছু বাঁটি সোনার বলেও মনে হ'ল না। এসেই মালিকের টেবিলের সামনে ঠাঙাতে মালিক রথিং অনাদি দত্ত হাত মাথা নেড়ে তারম্বরে, জানিয়ে দিল: 'আমার মুখের দিকে তাকান্ডে ডোষাকে তাকা হরনি! ই্যা, হুঁজন বাবু এসেছেন।' 'ওইমিকে।' তখনো লম্বা একটা মাছু লিখে আমাদের দেখিয়ে দিল অনাদি। 'রিজেন্স কর চা চাই, সঙ্গে কিছু থাকেন কিনা! বিদ্বট, ভিষু।'

বুধী মূণ ডার করে সামনে এসে ঠাডাল। দেখে-মনে হল—মুন্সিয়ে উঠেছে নম্র খুব কেঁকেড়ে। যেন দুটোই 'সতা। আমার মতন হারিনও ইঠাং মুখ খুলতে পারছিল না। 'আপনাদের চা চাই, আর কিছু পাবেন?' দ্বিতীয়বার প্রশ্ন। হারিন মাথা নাড়ল। 'দুটো চা, দুটো ভিষু।'

'সিদ্ধ না? অনাদি দত্ত করে বের।'

এবার আমি মুখ খুললাম। 'জোক গিলে বসলাম, সিদ্ধ হেঠী হুয়ে, অনাদি দত্ত।'

‘এদিকে জ্বলন’ পাশের বাবু পক্ষের
একজন ডাকন। দুবতী দেখিকে ‘ঘাড়
ফেরাল।

‘আমাদেরও দুটে: করে ভিক দিন আর
‘আরো দুটে চা’—যেবে কির: বলল না, ‘শেষ
ঘাড় কত করে দুবতী ‘আরে ‘আরে পর্বর
দিকে সরে গেল ও পর্ব: তেলে ভিতরে অদৃষ্ট
হল।

সেখানায় ‘অনাদি লস্ট এয়ার ফ্রট উরে
বাইরে লুকি থামতে পরে যার: কাঁড়ের গ্লাসে
করে চাঁ পাখিল সেখানে গিয়ে পাড়িয়েছে

‘অনলাইন কাকে বেন বলতে:

‘এবার-সিডেডেং দেখা গেল না:

‘না কত: হাঁচ হল কখন: ‘অতদূর
কপোনি ‘অনস্থানারি—রাড্রিন তো ওখানে
আমাকে, যাওয়া আসা—কোনো বাগানে,
কোনো পাখিচায় ফিটে বলুন, চাঁড়ল বলুন,
ধুতুল, বলুন কিছ: নেই, সব পাক, সব
তখন।

‘এলন টুথর’ যদি বাব সাপে তো: ‘আমরা:
করব কি: ‘অনাদির গেল।

‘টিক বলছেন: কত:

‘আমাদের মরণ সকল দিকে

‘অপনার কি: ‘অনস্থানার বলো:

কিরতেন? ‘বাবু পক্ষেরের একজন.
হাটিনকে ‘ববল।



[সাহিত্য]

হারিন ঘাড় কাত করল।

‘মাচ্ছ দরতে বিয়েছিলাম’

‘কোথায়, কাদের পুত্রে?’

‘বিশ্বীর চৌধুরীর পুত্রে।’ আমি

বললাম, ‘আমাদের অফিসের কনিষ্ঠ তরুণ
সরকারের বন্ধব। তার চিঠি নিয়ে মাচ্ছ
দরতে এসেছিলাম, কাগ। আজ কলকাতায়
কিরে দাচ্ছ।’

‘বেল বদিলু কলোনি, পুত্রে বাগান
বাগিচা কেতখানার—মাচ্ছ, চোপ ছুড়ায়
দেখলে!’

হুপ তুলে লেখলাম ‘অনাকি, দস্ত।
আমাদের উন্টোমিকে একটা স্টোলের পিঠ
দরে দাড়িয়েছে।

আবু বাকবুলের একজন মামা-নাড়ল।

‘কত কষ্ট পেয়েছে এসব পোক, আমি
বিজুভিলের কথা বলছি, হৈচাক, এখন
ভাড়াটা জরি পেয়ে গেছে খেতে।’

‘কথায় আর স্ত্রী: হলে মধ্যাট।’

‘অনাদি হেঁট বেকালে, নাক ঝুঁকালে।’

‘ডেরী করছে নিজেদের চেয়ার ত্রুটি নেট
আরি হাজার খার স্বীকার করি,—কিছু ঐ
যে তুললাম, ভগবান সহায় না। থাকলে কিছু
না—গত বছর গেছে বস্তা, এবার চলেছে
পর্য। চাইলেই কি পাওয়া যায়, না কেবল
যাম ফেললে তার বান মেলে—এটা দাম,
এটা—’ কপালে ‘আহলের টোকা মেয়ে
অনাদিপন্থ অল্প লক্ষ করে হাসল এবং সংক্ষেপে
স্ট্রেট ‘ও কাপ শুভ একটা বড় ট্রে হাতে করে
যেয়েটি ভিতরে ঢুকল।

‘হ্যাঁ, ওখানে ছুটো স্ট্রেট রাখো—’

‘অবলোষ্টের কথা বলছিলেন ‘আননারা?’

অনাদি ভীত চোখে পাণের পথের দুজনের
দিকে তাকাল। ‘চা—চা লও।’

সেখানে কাপ স্ট্রেট নামিয়ে রেখে মূখ্য

‘আমাদের দিকে লগ্নে এলো। ‘মুখের দিকে
তাকিয়ে লেখলাম চোপ-মুটো। আরো কোলা
কোলা। এবার, আর লগ্নেই রইল না
কাপছিল ও, আবার কৈসে চোপ মুছে
এসেছে।

‘রাখো, স্ট্রেট ছুটো আঁগে রাখো।’
অনাদি এবার চেয়ারের পিঠ ছেঁড়ে দিলে
দোলা হয়ে দাড়িয়েছে। পিঠপিঠে গলার
ধর। ‘অত বলে বলে কাঁজ করানো যায়?
একটু চটপট হাত চালান—পাঁচজনকে নিয়ে
আমাদের কারবার, কথাটা। কুললে চলবে
কেন।’

চ: ও ভিন্ন আশ্বাসের নামনে রেখে মূখ্য
পালি টে তুলে নিয়ে চলে যাক্স। অনাদি
পিছন থেকে আবার চিন্তার করে উঠল;
‘জল এনে দাও।’

নিশ্চয়ই ঘাড় দেঁগিয়ে মূখ্য পর্বীর
ভাঁগের অঙ্গুল হল।

‘চাচ্ছে একটা চিনি দাবাবে,—এখানে।’

‘দিলছি দিলছি।’ অনাদি হাত তুলে
পাণের বাবু ‘পছন্দটিকে ব্যাগ না হতে
‘অহুর্বোধ জানাও, তারপর পর্বীর ওপরে
‘চলে যায়। এক সেকেন্ড পর একটা ভান্না
‘একটা চামচ হাতে করে কিরে
আসে।

‘ক’র চিনি চাট?’

‘আমাদের—ইয়া এখানে।’

পাণের কার মুটোতে চিনি ঢেলে দিলে
‘অনাদি দস্ত আনারীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

‘আপনারের চা টিক আছে?’

হারিন বহু হেলে বলল, ‘এখানে। চুপ
গইনি—একটু জল—’

‘ছি ছি—ও বা কাড়কাড়খানা আরম্ভ
‘করছে’ সেই সকাল থেকে! এখানেই হস্ত
বোতার জল দিলে না—শান্তি! শান্তি।’



জল ছুঁই ছুঁই উপকূলে বেঁচে থাকা অভিনেত্রী - অমল

জীবের মতন ছুঁতে গেল অনাদি পদার
 ওপারে। এরা সবে বন্ধ প্রহর হওয়ার
 আমাদের কানে এসে এলো। কান পেতে
 রইলাম আমরা, বন্ধেরা। 'কি' আবার
 স্নক হয়েছে, বেশ ভাল, এই চন্দ্রক—আমি
 বিকেলে দোকানে ভাল ফুলিয়ে দেব, দরকার
 নেই,—কী দরকার আমার এসব ককমারি
 কারবারের। আমি ফের ভাল, ভাল, ভাল,
 ছন্দ, লঙ্কা নিয়ে বলব। এই ভাল। তখন
 ভোগ্যে কিংকরে আর জেটে আমি দেখব।
 আমরা পরস্পর মূর চাওঁচাওঁছি
 করলাম।

কি বলতে চেয়েছি, হারিন চোপের
 ইসারা খামতে বলল। চোপে জল আর
 জুঁহাতে জলিভরা বন্ধ ছুঁতে কাচের মাল
 নিয়ে মেয়েটি মৃদুবে এসে পাড়ল।

আমরা চান দোয়ার ভাল চাইনি,
 চানচ দিয়ে ডিম, ভেজে মূষে পুড়লাম।

যেমন হয়েছে? আপনাত: তে:
 কলকাতার বড় বড় বেরেবেরে ডিম থান,
 ছাত্র-টিক হয়েছে? পেছাক লতা 'ছাত্রিক
 মতন 'ছাত্র'?

'টিক' আছে, বেশ হয়েছে। হারিন
 মূষ তুলল। তারপর চায়ে চন্দ্রক দিয়ে মাথা
 কাত করল। 'না, আর ডিমের দরকার নেই।'
 যেন কথাটার অপেক্ষা গাড়িয়েছিল,
 শুনে মেয়েটি আবার পদার দিকে সরে
 গেল।

এখানে ডিমের জোড়া কত?
 বাবু বন্ধের জুঁহানের মতো একতরু প্রহ
 কতে অনাদি দত্ত দেখিলে ছাত্রিক।

জৈন্তা অনন্তনগর কলোনির ডিম। তা
 অনাজু তরকারি যেমন চালের দ্যাক
 ডিমটাট্ট নেকি চাল দাঙে কলকাতায়।
 কাক্কেই এমনও প্রাচ শব্দের লাহ, বড় না,
 মাঝারি সাইজের ডিম, টাক টাক শুভন

[সাহিত্য]

এতকাল মিলছিল—যাত্রা হো! মশটার ধুই
পেলায় না।, বড় সাহস নটা।

‘মাংস-টোসে হুই নাকি?’ তাদের, মশাই
একমন প্রর করলে, ‘অনাদি’ সাজিয়ে মাথা
নাড়ল। ‘না মশাই, মাংস-খাবার পক্ষের
কোথাব জ্ঞানে! বেসির ভাগ হৈ। ঐ
জাতের পক্ষের আমার।’ ইচ্ছিতে ‘অনাদি’
বাটের বেগির গুণর বসে কাডেক মাংস কবে
যাব: চা: সাজিল, দ্বিভি ফুজিল তাদের
দেখালে। ‘চা: আর বিহুই—বিহুই সব কিন

একটু বেগে হাতের তেলো: দিয়ে মুখ
কপাল: মুক্ত ‘অনাদি’ হৈল: ‘মশাই এক
বড়স পোকা’ন ‘পুঁজি—আর পক্ষের পিন
‘পিনই’ পাডেক।’

‘পুড়বে, কেন বাড়বে না, বাড়তে হবেই,
ক’ এমন চমৎকার পোকা’ন ‘অপনার,—কেন
সতীশ, কথাটা ঠিক বলিছি?’ বলে বাবু-
পক্ষেরের একজন আর একজনের দিকে
তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল এবং ঘন-ঘন
পদটি দেখতে লাগল।

সতীশ নামের বাবুটিও নিবিষ্ট হয়ে
এইক্ষণ পদটিটা দেখছিল এবং সিগারেট
ফুঁকছিল। এবার সতীশ-কথা শুনে বাড়
নাড়ল। ‘হা: আর বলতে, আমার তো
মনে হচ্ছে, এমন আশ্রয় করে এত ভাল চা,
ভিয়ের বড়, জীবনে আর পাটনি, আর
ঘেন ঘরের ভিষি!’

‘অপর পক্ষের পদটি দেখা শেষ করে
‘অনাদি’র দিকে তাকাল! ‘এটি কে,
‘অনাদি:—

‘আমার ভারী। পতীর প্লায় উত্তর
দিয়ে ‘অনাদি’ তার নিমিষ্ট ‘আননে গিয়ে
বসল। লক্ষ্য করণায় ‘অনাদি’র মূণাবরণ
কটির হয়ে গেছে। চোখ দুটো জলছে।
বহুত বাবু পক্ষের দুটির কথাগুলো ইংগিতপূর্ণ

এবং বাহ বাহ তাদের পর্বার দিকে তাকানোটা
এত বেশী উল্লেখ এ ‘অনাদি’র ঠেকছিল যে
‘আমাদের—আমার ও হারিনেরও পুণ পাঠ্য
লাগছিল।

‘চলো: এই বেলা ওয়া: হাক—দাম
খিটতে বেরিয়ে পড়ি।’ নিশ্চিন্দে পলায়
বহুকে বললাম।’ কিন্তু হারিন নিবিকার,
নিকরব। ‘পতীর’ মনোযোগ দিয়ে সে
অনাদি করকে দেখতে: মাগ: উত্তে একটা
পাতা পেলির নিয়ে ‘অনাদি’ হিন্দায় লিগছে।
একটু পর পাতা, থেকে মুখ তুলল।
‘আপনারের হতে গেছে?’ কহু কর্তৃক
‘অনাদি,—আমাদের দিকে দৃষ্টি নেই,
বলছিল বাবু পক্ষের দুজনকে। যেন, হঠাৎ এ
ধরনের প্রেরের জন্তু তার। প্রস্তুত ছিল না।
সতীশ নামের লোকটি বেশী চমকে উঠল।
প্রকাণ্ড একটা চোক গিলে ‘অনাদি’ ‘অনাদি’
করে ইলল, ‘হ্যা, মশাই,—এইতো, হাতের
সিগারেটটা: শেষ করে উঠব। চলো: ওয়া:
‘হাক, ভারের।’ সতীশ আড়চোখে সংগীর
দিকে তাকায়। কিন্তু সংগীরটি শক্ত মাহু।
এটুকু বিচলিত না হয়ে ফের মিটিমিটি
হেসে পর্বার গুণের চোখ রাখে। উঠক,
উঠক, উঠতে কি ইচ্ছে করে।’ কথাটা বলে
সে সতীশের হাতে কহুইয়ের গতো দেয়।

‘বাহি! শাহি!’ হাতের পেলিল হুঁড়ে
কেনে লাগিয়ে, চেয়ার ছেড়ে উঠল ‘অনাদি।
তোয়া: সতীশ কাপতে, কিন্তু চোখ দিয়ে যেন
আগুন ঠিকরে বেলছে মনে হল। কি.
ব্যাপার! পুড়ি মরি করে ‘অনাদি’ ছুটে পর্বার
আড়ালে চলে গেল, তারপর সে কী কাণ্ড
যেহেঁতর ছাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে
টানতে টানতে ‘অনাদি’ এসে পোকা’ন তুলল।
‘কই মশাইর, সেপুন একবার ভাল করে দেখে

[আর পর ১০১ পৃষ্ঠায়]



প্রণতি ভট্টাচার্য : এককালের অভিনেত্রী-এখন প্রযোজনায় অগ্রসর হ'য়েছেন। এর চিত্রটি
পরিচালনা করছেন পিনাকী মৃধোপাধ্যায়।

স্বপ্নাজলি



পিস্. কালেন্ডাল : তারদার-কলিনস গাল' মিস পিস্. কালেন্ডাল দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির পরে
আবার চিত্রাঙ্গিনের ফিল্মে আসছেনঃ
.. সুপারলি

বৈঠকী

॥ প্রবন্ধ ২২ ॥

[একটি অনির্দিষ্ট বিভাগ মাঝে মাঝেই বৈঠকীর আলোচনা শোনানো হবে পাঠকপাঠিকাদের—স্বঃ সঃ] . . .

সেদিন ছিল শনিবার। তারিখটা বোধহয় ২০শে ফেব্রুয়ারী। সকাল সাড়ে আটটার মত হবে। বৈঠকটা বসেছিল সুসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ প্রভৃতির নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বৈঠককল্যাণে। একটা সিগল সোফার গোড়ায়, সুপুরুষ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বসে ছিলেন, পাশে লম্বাঘরের বের-সোফাটার বিধিবিভাগের কয়েকজন ছাত্র। আর একটা সোফায় বসেছিলেন নারায়ণ বাবুর প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে অধ্যাপক—বিনি সন্দ্বতি পিসিস নিয়ে ব্যস্ত। ঠিক এমনই সময় জগদীশ সন্দ্বতিক জীবদ্দশা গিয়ে হাজির হলেন। নারায়ণ বাবুর সামনের সিগল সোফাটার উপরিত্ত ভক্তলোক জীবদ্দশার ব্যাপ্ত হয়ে বৃণা নিবেদ কানে না তুলে সেটা গালি করে দিয়ে বসলেন কুশল পাটীয়া। জীবদ্দশাকে আরও জানালেন নারায়ণ বাবু। পরিচয় করিয়ে দিলেন অজ্ঞাতদের সপক্ষে।

—বৈঠকে বাবাঃ হলো না কি ?
জবাবলেন জীবদ্দশা :

—না না, কিছুমাত্র না। বঙ্গদেশ নারায়ণ বাবু। শব্দ নিয়ে ঢাইলেন তিনি কপালপাত।

—কেন, পাননি শত্রিকা ? ডাকে ত পাটীয়াবোহয়।

—হ্যাঁ, হতোমি, আজকাল ডাকে

স্বঃ কঃ

পত্রিকা পাঠালে প্রাপকের হাতে পৌছানো প্রায় অসম্ভবই।

—তা সবজু তিকু আজ্ঞা পারিয়ে দেব।

রূপাধিকার আবার সাপ্তাহিক করছি।

—তাই নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মাসিক বের করলে কি আর current topics এর ওপর স্থায়ী comment করা যায় ?

—তা ঠিক।

—তা ছাড়া মাসিক পত্রিকা প্রকাশে—বিশেষ করে গোটা উপজাতি ছেপেই বেশীর ভাগ পঠা ত্রি করলে সম্পাদকের কুলতা সেপারার অবকাশ কোথায় ?

—হ্যাঁ তা ঠিক। তা ছাড়া সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবেই ত জগদীশ্বর বা কিছু বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ছিল। তা নইলে মাসিক সিনেমা পত্রিকাগুলো আজকাল বা করছে নাঃ ছাঃ ছাঃ ছাঃ। শাড়ীর রং, শাড়ীর মন্তর, কবে চমুতা সেপারের কুকান মনিকরী অভিনেত্রীর পায়ের জুতার বিরতি এক... ছবিই হেপে বসেছে।

—বিচির কি ?

—তারপর সেই ছবি সেপারের ভক্ত ছেলেরা মাপার করে রাখছে, সেমন্টি ভক্ত রেখেছিল ব্যামের পাঁজকা। তখন হেসে উঠলেন বৈঠকে উপস্থিত সবাই।

—আর বলবেন না, কি যে হয়েছে সিনেমা সিনেমা করে সেমন্টি ? বলেন জীবদ্দশা।

—কণঃ কি, কলেজে যখন পড়াভার ছাত্রের প্রায়ই ধরে বসত—জ্ঞান, সোজালে অমোহ পাটীয়া রেখেছেন ?—হ্যাঁ

—দেখেছি।—কেনম লাগল প্রায় ?—ভাল।

—তা হলে জ্ঞান সিনেমার একটা চোখের বাবুতা করে যদি দেন জ্ঞান.....

[বিবিধ]

—সে বেশ বঁশুর। এখন আগের দিনের চাকটা নিয়ে এসে ত ? তুমি উপস্থিত সকলে খেসে ওঠেন, নারায়ণ বাবু বলে চলেন—ভাতও যদি নিয়েও না হয় তখন খুব গভীর করে বলি—বাড়্যবাড়ি কর যদি সাজ। প্রিন্সিপ্যাল-এর ঘরে নিয়ে যাব। তবে হ্যাঁ, ডাসিটির ছোলেগেট মতো ও সুব বস নেবা বেই। আরে মশাই, সেবার আমার গটলডাকার বাড়িতে রাত দশটার সময় এক বিবাহিতা ভদ্রমহিলা এসে হাম্বিত! কি ? না। দিনেমার একটা চাপ ক্রুর দিন। অপরকের মধ্যে আমি ক'ই হবির senerio করেছি। কিছুতেই যাবেন না ভদ্রমহিলা, বলেন বেরাপ করে বাড়ি থেকে পাশেরে এলেন। শেষে কঠোরোড় বলি—অগনি ত বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন, কিছু কাল সে আগনার লাকরা পুলিশ নিয়ে এসে আমার খেসে লটাবেন। কিছুতেই কিছু হ'চ্ছে না সেবে শেষ পর্যন্ত আমার স্ত্রীর হাতে তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি ছাঁক ছেড়ে বৃটি। কি বলব, অনেক কঠোর বৃটিয়ে হুজিরে তাকে বাড়ি পাঠানো হ'ল।

—এ ছাড়া কোন দিনেমা ঠারকে গণে-ঘাটে দেখলে, সে কি উল্লাস। বলেন শ্রীবকসী।

—আর বলেন কেন, সে বার আপনাদের ভীষণ popular এক hero রাত প্রায় দশটার এসেছিলেন আমার বাড়িতে—কি বলব হুবাও বাবু, আপ পানের অদি গদি, জামালা, ব্যালকনি, ছাত একেবারে লোক লোকাকার। শেষ পর্যন্ত সেই রাত্তিরে মশাই তীড় ত্যাগতে, কোররে কাগড় অড়িয়ে নামতে হল আমার। কি ক্যানাস কদম ত ? মলমর্দ হ'য়ে ভদ্র-

লোককে বাড়ীতে তুলে, দিতে করছোড়ে বলি, সঁমা কুরে আগনি কনপ্রমুতার এই গুরে দার্কাকালীন আর কোনদিন কোন তবুলোকের বাড়ীতে যাবেন না।

—এ ঘটনাব্যাপিত দিনেমা পত্রিকা-গুলোই কিছু হোল আনা দ্যায়। বলেন শ্রীবকসী।

—অর্ধের মশাই, আমাদের কলেজ লাইকেও ত গুণ্যতায় দুর্গাদাস, উমানন্দী মোকানে, বাম্বারে বেকুতেন। পাশ দিয়ে চলে গেলে লোকে বড় জোর বলত দুর্গাদাস বাড়িছে যাচ্ছেন। আর আজকাল এঁকি! অভিনেতাদের বাড়ির হতো, মাথার স্ক্রিপ, সার্টের কলার নিয়ে চানানারি।

—অথচ মর্শকদের এতুণ কচিহীনতার বিচ্ছিন্নে দেশের অভিতাবকসুপ ব্যক্তিবর্গ থেকে গল্প পত্রিকার সম্পাদকত্ব নীরব। বলেন শ্রীবকসী।

—কি বলব, অনি করেকটা ছবির চিত্রনট্য লিখেছি বলে কি কম বিত্ত হুতে হয় ? এমন কি গণে-ঘাটেও অনেক দেখা হলেই চালের মত কাতর অতনর জানাবেন। তাছাড়া আজকাল আমি সিনারিও পেবা একরকম ছেড়েই নিতেছি। প্রায় কেইই টাক। পাওয়া যায় না লিখে। আর লিখে যদি দেই প্রায়, সেটে দিয়ে তার ঘরে কাছের গিরে রহিব ক'রে বসবে। কলে মাঝে দু'ত্ৰকদিন স্টাটিংয়ের সময় নিজে যেতাম সেটে। অবশ্য আমি গেলে ছাত্রদের মাঝে ষ্টাটার মশাই দিতে পড়লে যেমন সতীক করে তেমনটাই করতেন মশাই। কিছু খেপা হয়ে হাকার হাকার কিশোর আলেকবড়ায় বসে মলমর্দ হওয়া আমার প্রাতে সর না। তাঁরপর সত্যলিঙ্গ বাবু যেবা দেখলেন না কি ?

শ্রীবৎসীকে জিজ্ঞেস করেন নারায়ণ-
বাবু।

—না, আমি এখনও দেখি নি।

—দেখার গোষ্ঠায়গুলো বেশ হওয়াছে।
কিন্তু। অনেক ছাত্র বললেন।

—সে হবে না, নিজেই আটটি উনি, এ
বিষয়ে ঠিক ক্ষমতা...

—উনি আটটি নাকি? মনৈক ধার
তদানেন।

—এটাই তা' ঠিক সৌর্যব, আমার
এটাই ঠিক আশ্চর্য ও ব্যাপার। বললেন
নারায়ণবাবু।

—তা ঠিক, তুমিই শিল্পীমূল্য দৃষ্টিভঙ্গী
নিরে কি জীবনকে বিচার করা যায়?
বললেন শ্রীবৎসী।

—উনি ভাই করেন বলেই ঠিক ছবিতে
প্রায়ই নাট্যমূল্য দৃষ্টি হয় না। কাটা কাটা
কতগুলি ছবির ব্যস্তবন্দী shot-এর
সমাবেশেই কি সার্থক চিত্র সৃষ্টি হতে
পারে?

—কিন্তু তার আবার তা' দেখনি হু'
হুটো prize win করার ঠিক অপরাধিত।

—তা করল বাটে, কিন্তু এই
অপর্যায়িতই এ দেশের প্রায় সকল সমা-
লোচকের দৃষ্টিতে সার্থক চিত্র হয় নি
বল বীজিত হয়েছিল। বললেন নারায়ণ-
বাবু।

—এর কারণ কি আসেন? বলতে
পারেন? শ্রীবৎসী- কারণ এই যে
'অপর্যায়িত' সাংবাদিকদের সমালোচনার
পর re-edit হয়ে কাটাকুটির পর মাত্র
হাজার সাতকে ছুট সৈন্যে গাড়িবে ইংরেজী
subtile সহ বিদ্যে বাব। তা ধরুন না
কেন লাঞ্ছনা এখানে হাজার লক্ষ ছবি
খসি কাট-ছাঁট করে ১০০ ফুট-এ আনা
যায়, তার ভাল তা' গালটে বাবেই।

—হ্যাঁ তা তা' বটেই। বললেন নারায়ণ
বাবু।

—আমার মতে নির্দেশে যে খ্রিষ্ট
দেখানো হচ্ছে সেটা অস্বস্তি সত্যজিৎবাবু
light House miniature পিটটোর
একবার এ দেশের সাংবাদিকদের মেলায়
পারতেন। বললেন শ্রীবৎসী।

—আমার মত কি আসেন অপর্যায়িত
ঠিক পরিচালিত চিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে
সার্থক হ'ল 'পরশপাখর'। বললেন
নারায়ণবাবু। তার কথা শুনে নিজে
শ্রীবৎসী বললেন:

—আমার ঠিক তাই মত। আগ্রহ
পড়েছেন কিনা জানি না - 'পূর্ণাঙ্গলি'তে
ঐ কথা বলা হয়েছিল আমাদের সমা-
লোচনার। অল্প তাহা আগ্রহের সঙ্গে
মিলে লাঞ্ছনা আমাদের মত।

নারায়ণবাবু আরও বললেন—পৃথিবীর যে
কোন মহৎ সৃষ্টির আবেদন জুড়ে। অর্থাৎ
জান্না তৈরী হওয়া উচিত প্রয়োজন মত।
কিন্তু সত্যজিৎ বাবু তুমিই সঠিক নিরে
আছেন। পৃথিবীর সব দেশ থেকে যিনি
সন্মান পাচ্ছেন তাহা দেশের লোকের মনে
প্রাণে যত দৃষ্টভাবে সন্মান দিক এটা আমরা
চাই। 'পরশপাখর' দেখবার পর আমার
ধারণা হয়েছে যে তিনি অনেক কিছু করতে
পারেন। তবে দেশের কাছাকাছি আসতে
হবে, স্পর্শ করতে হবে মানুষের
আবেগকে। হস্তে উনি ঠিক দৃষ্টিতে সার্থক-
দের বিচার করে তুল করছেন।

এই সময় নারায়ণবাবু প্রাণতন ছাত্র
প্রবোধোদিত হ'ল বললেন—তার ঐ
বিসিসিটা সম্পর্কে ঠিক মনের মত মাল
মশলা পাচ্ছি না।

—তুমি তা' দাড়ার ওপরে দিচ্ছ না?

[বিবরণ]

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা হলে বইতলার আশ্রয় নেওয়া চাড়া উপায় নেই। বাক্সের খোঁজ পাল। লিখছেন তাঁদের নাম, ও'ওর্কসও সংগ্রহ করতে হবে।

—কিন্তু তার মুদ্রিত হবেন্দে পুঁথিবাসার ব্যাপার নিয়ে।

—পূর্ব বাংলার বুক্‌স দাসের ওপরে একটা পরিচ্ছেদ রাখতে হবে। তা ছাড়া বেদী যদি কেমন না-ই পাও Document তৈরী করার ফল।

কোনোমতে সকলের সম্মত হাশিঃ ভায়েক বৈঠক। তবু নারায়ণবাবু নিরত হলেন না। টোয়েন্ট কোথায় হাশিঃ নিয়ে বলে চললেন—লিখে গিয়ে চট্টগ্রামের অমুক গৃহস্থের কাছে অমুক পত্রে অমুক লেখা পাণ্ডুলিপি কটা পাঠ। পাওয়া গেছে, দায় আর কয়েকটি পাঠ। 'মিসবন' এর জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে।

ব্রহ্ম নির্মলিত হাশিঃে সরগরম হ'য়ে উঠল বৈঠক।

—কিন্তু তার আশ্রয় বড় কড়াকড়ি। বিসিসের অস্ত্র নাম রেখেই করবার কি কমা দিলেই নিয়ে বের না। আগে ত এমন ছিল না—হা হ'ক একটা দিলেই হ'ত।

—সম্মতি কতগুলো বিসিসের ওপর বিভিন্ন মহল সমালোচনা করার সে সকল cutting ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে চলে গেছে, তাই এই কড়াকড়ি। তা আগে যখন submit কর নি মুদ্রিত ত' হবেই। তা ছাড়া এত আর foreign এর কোন পরমা দিয়ে কেনা উঠেইট নয়। সে হলে, এখন গেতে পার। পাঠও না জালের, কোন ভাসিটিতে—তারতীর 'তুল' এর ওপরে দিসিঃ লিখে, ওমনি গেয়ে যাবে।

কিন্তু কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে আশ্রয় বড় কড়াকড়ি।

কথা প্রসঙ্গে দট্টকু নির্দেশ দেওয়া সম্ভব দিলেন নারায়ণবাবু। অতঃপর ছাত্রটি তাঁকে প্রথম ক'রে প্রস্তান করলেন। অজ্ঞাত আর গাঃ ছিলেন, তাঁরাও আর একদিন আসবেন বলে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে ০ দীর্ঘমেয়ী চিপছিপে গড়নের নাক বগেসী একুত্রসোঁক প্রবেশ করলেন ঘরে। নারায়ণবাবু বললেন—আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই, আমার এক কালের সহকর্মী সিটি কলেজের অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, 'বেশ' ওর পেখা পেখে থাকবেন, আর জপাঙ্গলি পত্রিকার সম্পাদক হবারে বকসী। উত্তরে নম্রতার বিনিময় করলেন পরস্পরের কুলশ নিয়ে। নারায়ণবাবু জাহ্নবীবাবুকে একটু বলতে কুলে উঠে গড়লেন। শ্রীবকসীও উঠে বাইরে এলেন, নারায়ণবাবু হাতে কোন উপভাসে আছে কিনা জানতে চাইলেন।

—আমার এখন ফরেকজন পাব দিয়ার, কে কটা বই লিখে না দিলেই নয়। যে সব বিভিন্ন পত্রিকার বেহিয়ের্ছে স্বেচ্ছা চলে সাধিয়ে তাঁদের দিয়ে বিই তারপর আপনাকে দেব।

—কিন্তু আমার নববর্ষ সংখ্যার অস্ত্র একটা গরু চাই সে।

—বেশ, তা হবে। তাকে চৈত্রমাসের আগে হবে না।

কথা বলতে বলতে ওরা জুঁসনে এক-তলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে চললেন। বীচতলার মেঝে নারায়ণবাবু শুধালেন—আমার সঙ্গ ত' আপনাদের দেখা হয় নি।

—আজ্ঞে না।*

[অন্তর ১২৫ পৃষ্ঠায়]



[পূর্ণ প্রকাশিতের পর] .*

কেন, তোকেও ভাল লাগে বলে আচলে দিচ্ছে নাকি ?

সে কথা বলে একটা বড় বিচ্ছেদ ঘটাই—তুই কি আমাকে এতই নির্বোধ ভেবেছিস?

না, বড় হিসেবে ভ্রমশ্রম করছি।

মুখ—শ্রমের বাণীর কেউ কাকেও বলে না—বলতে নেই। এটা হচ্ছে গোপন অস্ত্রের একটা পরিচ্ছন্ন। এখানে কিছু রাখা ঢাকা চাই। তুই তোব কুরনাজে অনেক কিছু ভেবে নিতে পারিস, আমি অর্পণ করল না। হঠাৎ তোরা করনা হোটে বাবে, হয়ত তুল এটিশ্রম করবি—তাৎপর্ক্য। অস্ত্রের বাণীর নিম্ন লোকের কাছে রূপা ভিক্ষা করার কোন স্ক্রুতি নেই।

তবে তুই আমাকে ঘটিচ্ছিস কেন ?

কারণটা পুই হলুট। ইলীনকে আমি ভালবাসি এবং আমি সে তোকেও ভালবাসে। কানজই-মেরেটা যাতে ভালবাসার মাত্রকে পেরে মন প্রাণ সার্বক করে তুলতে পারে—সেটাই কামনা করি।

বদলি হুণীনা তাকে ভালবাসে এবং এত আমি সে আমাকে ভালবাসে। ব্যাণেরটা কি বকব একই গোলমালে হয়ে যাচ্ছে না ?

গোলমালের আগ্রহ কি হলেও বাপু ? সীমী হিসেবে তোকেই সে চায় আমাকে নয়। আমার ভালবাসা নিম্ন স্ক্রুতি এবং লাভ লোকসনের উদ্দেশ্যে।

একেবারে সিঁড়ি নি কারটন।

টাকা করিব আর যাই করিস হুণী ব্রিল কে।

শ্রমের ব্যাণীর মাত্রের কত তুল ধোয়াবুধি হয়। মাটিক নভেলে কত বেখলুম।

আমি নিকেও তো মামিওরির নিয়ে খাটোখাটি করছি।

মানব চরিত্রের কতটুকু দেখেছিস বা ব্রেহিম—তুই-ই আমি—তা-ও যদি ব্রহ্ম

[সাহিত্য]

কোটে আমার মত তোর ঘরগায়ত থাকতো—তারলি নয় বুলতুম—বক চব্বির সংস্পর্শে এসে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ ঘটত।

কোটে বৈয়াকরণ করলেই কি আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় ? তোর খারাপগুলো কিছুটা নতুন ধরনের ।

বুঝতে পারছি মত এক পণ্ডিত হয়েছিস । পৌরপিতারের মত এতদে তর্ক জুড়ে বসেছিস । বিম্বি ওভার আশুি । কিন্তু তোর সঙ্গে রগড়া করবার আমার বিশ্বাসই অভিজ্ঞতা নেই । সরল মনে তোর সঙ্গে একটা বোকাগাড়ীই করতে চেয়েছিলাম ।

বোকাগড়া করতে আমিও অনিচ্ছুক নই । ইলীনা কে আমারও করেকটা প্রণীত ছিল । যাক সে কথা আমি দখাসনায় তাকে জিজ্ঞাস্য করে নেবো ।

এম তোমি না । তুমি আর রাসের কি আছে ?

আর দাই করিম বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটানি । আমাকে তোদের পারিবারিক বন্ধ বলেই মনে নিম ।

তোর মন আগ্রহ নেই ।

এমন সময় ওদের দ্বন্দ্বধানে ইলীনা এসে উপস্থিত হয় । বলে : এ কি, দুই বন্ধুতে চুপ গোমড়া করে বসে আছি কেন ? রগড়া হলো না কি ?

অমিত বলে : কি করে বুঝলে ?

ইলীনা বলে কেন্দ্রেরা বুঝতে পারে । জলসি নয় তো ?

অমিত বলে : দলি বলি তাই ।

‘তাৎপৰ্য্যবলব, আমার নারী জীবন সার্থক ।’ যে নারী পুরুষের ধপসে হৃদয় ফুলতে পারে না—তার নারী জন্ম বুঝা ।’ রোমান্স—এই তো আরও চমৎকার ব্যাখ্যা । রোমান্সের গুরু বাক্য তাতে ।

তুমি বলছ কি ইলীনা ? তোমার মনোভাব দেখছি ভারতীয় চিত্রাধারার পরিপন্থী । তোমাকে একনিষ্ঠ হতে হবে ।

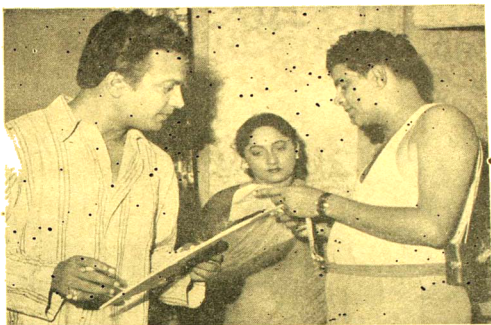
একনিষ্ঠ হবার প্রণীত সমাজে শূন্য । রক্তার প্রণীত—এসব জিনিস আসে বিয়ের পরে । বিয়ের আগে একটু দীর্ঘ ল্যাটিচুড দিতে হবে । তখন রোমান্সের বস্ত্র একটু হালুকা পেতে না দিলে তরুণ-তরুণীর মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্য্য হয় । মনে রেখো পাকাতা শিকার শিক্তি হচ্ছে তোমরা ।

রোমান্স মানে কি বোঝে ?

রোমান্স কথার মানে কথ্য চলে না । ওটা বুঝে নিতে হয় । কলেক্টর আমলে এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটেনিকার ভাঙা পিঠে রোমান্স কথার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করেছি এবং তাতে রোমান্স কথার আনন্দের অনেকটা বাহ্যিক হয়েছে, তাই এখন আর মানবের কথা ভাবি নে । ওটা বেন আমাদেরই কথা । উপলব্ধি করতে হচ্চে ।

যাহোক একটি ভাল কথা শোনালে তুমি সন্তুষ্ট হবার পারি ।

এই বলে অমিত অমিতাকে জিজ্ঞাস্য করে : তোর কি মত অমিতাকে ? চুপ করে রইনি যে ?



হাট্টে-এর অবসরে উত্তমকুমার, অরুণা ও তরীশ খানী পুস্তিকালয় প্রদর্শন করিতে।

অমিতাভ বিনয়ের অবতার হয়ে বলে : আমি তোমার কথা বলি শুধু করে ভয়ছি।
ভেরি ইমটারেটিং। ইলীনা ঠিকই বলেছে। সকলের আগে মানসিক স্বাস্থ্য বন্ধ। ঠিকবার
প্রয়োজন আছে—ছেলে মেয়ে উভয়েই।

ইলীনা অমিতাভকে লক্ষ্য করে বলে : তোমার বড় অবিবেচনামূলক ভাবে
বাছাবেন যেন কোথাও ভুলে ভুলে ফেল না যান।

না, না। তুমি অমিতাভকে ছল বুঝ না। ইলীনা। ও একবার ভাবে তোমারই
অপেক্ষা করে বসে আছে।

• রাইট ঠান্ডা—বললে অমিতাভ।

নটি বর। সমস্ত সংস্কারের টাকে টাকে প্রেম করে কেঁদে। বুসটার আমাকে
বঁধে জোড়ান দেয়।—কতকটা জ্বালিয়েই ছিল ছুঁলে ইলীনা।

শাচিনোনা গ্রামে রহটারের প্রতিমিমা আছে বলে তো জানি নে।

তুমি বুঝি তোমার গ্রামের সব ধোককে জানে। তোমো ?

তা কতকটা তিনি বুঝি কি। বিশেষ করে গ্রামের ইনটেলেকুয়ালদের

জো-চিনি-ই।

• খিৎসু আর নট জোড়ান দে সীম।—গ্রামে তাদের মূল ভাবে তাই

ইনটেলেকুয়াল প্রতিমিমা আছে।

তোমার প্রতিবিম্ব। সেখানে কি করেন ? বলে অমিতাভ ।
 গানের ওপর মন্থন বাধা প্রত্যক্ষন, তাঁদের ওপর সঙ্কর বাধে । বগানময় সুধানে
 তিনেটি পাঠের ।

কথা জান অমিতাভ একটু চেয়ারে গুবে কিরে বসে । বলে : তাই তো ।

এই 'সাইকো' তাই তো ভাব দর্শন, জ্ঞান কিরর একটা স্ফুট আছে নিচ্ছই ।

অমিতাভ বলে : এবার আমার গঠ : প্রয়োজন ইন্দ্রিয় । আমি বধে পাশে গুবে সাই ।

কেন ? কেন ?

মনে হচ্ছে তোমরা ব্যক্তিগত মনে অভিমানেব, কণ্ঠের চেতন এসে পড়েছে ।

এখানে ততীস গানের অবস্থিতি সমীচীন নয় ।

আমি ভাবিত অমিতাভ । ভাবনা গর কব । আমি আর এক রাউণ্ড ককি
 পাঠের বাধ্যতা করছি ।

সমস্ত দর্শন-বস্তুগত একটা হাণির রঙ্গন কুলে খুঁজে উপচে পড়া মন নিয়ে ইন্দ্রিয়
 কক্ষির চন্দ্রকে বেরিয়ে দিদি ।

অমিতাভ বলে : সিলি তো ইন্দ্রিয়কে তাকিয়ে ।

অমিতাভ বলে : কেন, বারাপটা কি করেছে ? বেশি ঘাটালে ধরা পড়ে যেতি ।
 ইন্দ্রিয়কে সাধারণ মোহে ভাবিয়ে নে । সত্যি করে বল দেখি একটা 'অজ্ঞ' পাড়াগায়ে গিয়ে
 পড়ে আছিল কেন ?

'নিরীক্সি পছন্দ করি বলে' ।

তুই নিরীক্সি ? আর কোন আকর্ষণ নেই ? তা নিরীক্সি জায়গা তো পুঁথিবীতে
 আরও অনেক আছে ।

নিরীক্সি জায়গা হয়ত আরও অনেক থাকতে পারে—কিন্তু পিতৃহুমির একটা
 বস্তুর আকর্ষণ আছে ।

পিতৃহুমি ? না মাতৃহুমি ?

না বলি আমার মতে একই কথা । অর্ধদৈ কায়না বলেতে পারিস্ ।

যে অমিতাভ, আমি তোকে একটি কথা বলি ।

বল্ ।

পুরুষের চারিদিকের যে এত বচিরা তাব শেষ নেই । নারীকে তারা কায়না করে
 নিতি নতুন রূপে ।

একথা আর বুঝিয়ে তোমাকে ডাক্তার করার প্রয়োজন দেখি নে ।

বল ।

যেননি একটি নারী তোমার করতল'রশে, 'অমনি-তুমি' আর একটি নারীর
 দৃষ্টানে তোমার মন প্রাণ নিরোজিত করল—এমনি ঋতাব পুরুষের । কিন্তু যেটোরা
 পুরুষের মত অত অসিলেটিং নয় । তারা গুলি-কণের বর ও বর পায়, তবে তারা একমি
 হয় । পুরুষের মত এত চকল নয় ।



একাত্তর দিবসের প্রীতি অর্ন্তানে বোম্বে চিত্রের কার্হিনকার এংগ্ৰেগেট্ট, 'অরেন্দে'
শেখাই (চিত্রশিল্পের দ্বিনি'সাম্প্রতিক মাধ্যমব্যাপার কার্হি) ও অর্ন্তকন

তুই দেখছি গাছে না উঠতেই এক কাদি। তুই লিসিস্ বলে ভারিগ মানবচরিত্র
সমক্ষে জান তোহুই একেচেটে। আর কেউ কিছু জানে না। তোহুই এংগ্ৰেগেট্ট, অরেন্দে
কি করে? সবাই কি কলম ধরে বৈ—কলম ধরে না। কিন্তু তোদের কলমের লেখা পড়ে
ওখু হানে—কিছু বলে না।

একেবারে ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু করলি বে। মনে হয় আমার ওপরে খুবই
কুদ্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে আছিস। এ-বেন অতি মানস-অস্বস্তির কাতর সোচ্চারি।
সিগনোকা হিসেবে তব্জানী। বল ডান্ডের কথা তিনি না জানতে পারেন; কিন্তু তোরা
সবাই জানতিস।

ও সব পুরানো দিনের পুরানো কথা থাক্ অমিতাভ—আমি চুপ করছি, আর
ব্যস্ত হু'নি।

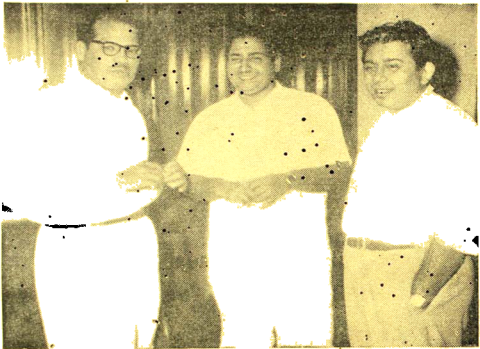
কথাস্থান উঠলই তখন শেষ করা উচিত।

আর উচিত অচ্যুতিতে প্রেরণিন নেই তাই। ওই যে ইলীনা আসছে।

তিন কাপ ককি নিয়ে তিনজনে পুরমানে পুরমানে আগুলাচনায় বসে দাখ।

আনন্দ কর, আনন্দ কর—ইউ, প্রিংক'এও বি ঘেরি। বললে ইলীনা।

অমিত বংশে: মাহেশ্বর জীবনে সকলী না আশেতে পারে—কিন্তু 'অনন্দ' যদি মচত
হয়, তবেই সে মাহেশ্বর পুত্র। গায়—উল্লেখ্য ইতালীর মাংসিনী। যদি ধর গাকীজির
কীভাবেইহায়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা না আসতো—তাই বলে কি গাকীজি তাঁর উদ্বেগ ও



বোম্বাই ইন্ডিয়ান হুজিদের অবসরে ক্যামেরার ধর: পড়ছেন—
রফি, নাদো দে ও চিঙ্কগুণ :

কতকালের কল্প সর্বর শ্রদ্ধা পেতে না? পেতে না।

কি বলতে চাইছ অমিত, স্পষ্ট করে বল?

বলছিলাম এই যে পাকিস্টানের লালিতকলানিরমের ইনস্ট্রুমেন্টাল ডিরেকটর
জুজমিতাভ তাঁদের কাছে সকল কতে পারলেন না। তাতে কি এসে যায়? ওদের
উদ্দেশ্য যে মত ছিল সে-বিবরণে ত কোন ভুল নেই। কয়েকই ফলেরমিকে না তর্কিতের
ওদের উদ্দেশ্যকে আমরা শ্রদ্ধা আনাতে পারি।

শ্রদ্ধা আনাতে না করছে কে?

না তা কেউ করেনি; তবে জুজমিতাভ বিফল মনোরণ হয়ে একটা অফ-
প্যাডাগারে আবার একটা নতুন একসপেরিয়েন্ট বিয়ে বেতে উঠবে—এটা ভাল
লাগে না। আমাদের উদ্দেশ্যে কমেটিনিটি না থাকলে আমরা অধিক সাক্ষ্যের আশা
করতে পারি না।

সে কথা আমি জানি অমিত। তবু সন্দেহীয় থও থও মতবাদ আমাদের মহত্ব
কাজের প্রতিবন্ধক হয়ে পড়ায় এটাইটেই চুঃখের। কোন গঠনমূলক কৃষি এত পইন্ট পইন্ট

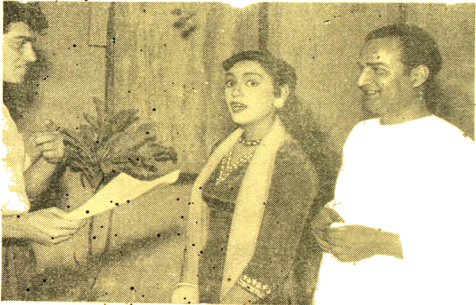
বাধা পেলেন, কং
তা বড় ছাঃপের।

একবার ব্রিটনের গণিতের দিকে তাকালে—তার নিঃসঙ্গ ভূগুন নেই।
দেশে যখন বিপদ ঘনিয়ে আসে, তখন তার সব রঙ্গ এক ভূমে যায়। সকলের
সমবেত প্রচেষ্টা হয় দেশকে রক্ষা করা। দেশের মতলের ক্রমশে দশীকৃত বাধ দূরত্বের
মতলের মধ্যে অবগলন করে আশ্বত্টির মত্রে লীক। যায়। কারো কোন অভিযোগ
নেই। এমনি ক্রমের ডিসিমিন সেখানে।

কিছু আবার তাকালে বেশ ঘরসী-মতর প্যারীমতর দিকে। লিঙ্ক ও
সংকতিতে গরীমান, তুঙ্গদা ক্যাননের রাজা প্যারিস—মতীসজার-রববলে শিত্রাও
পাঃকিতানকে জহার মানায়। সেখানে গণতন্ত্রের এমন ভাবের ভগবৎকন ?

ব্রিটনের ডিসিমিন—অদর্শ ডিসিমিন—বলে সেমিতাত। ভূলনাগীন। দেশের
বিপদের দিনে তারা সবকিছু বৈষম্য ভূলে গিয়ে হাতে হাতে ছিল। আদর্শ দেশাতোবৎ।
সকল দেশেরই এর থেকে লিঙ্ক পাওয়া উচিত।

ইশীক বলে : হুঃ করো না। ভারতবর্ষ ইংরেজ সরকারের অধীনে ভূশে বহুতর
রক্ষণে উত্তরাধিকার হতে কিছুটা ডিসিমিনের অংশের হতে পারবে বেশে নিও।



স্টেটপল ট্রুডিঙের "পাতালি কুমর তেরতি নক্ষত্র" ত্রিত্বের স্টেট চিত্রনাট্যকার রিচকার্ডিয়াল,
কুমারী মালকা ও পরিচালক তেওয়ারী।

অমিত বলে: তারই বাসী অহুতরণ ক্রিয় আতি, অহুতরণ করতে ওতান। তবে ভালটুকু অহুতরণ করবে কিনা জানি না।

অমিতাভ ভাল লোক খসকে গেলে মক মাছুকেও একটু ভাল হয়ে থাকতে কথাই বলে একটু ইলীমারু দিয়ে কটাক করে।

ইলীমা অমিতাকে ঝিনুপ করে বলে: মেবেহ অমিতাভ আমাকে ঠাটা করছে। ভালর সঙ্গে থাকতে গেলে মক নাচবকেও ভাল হয়ে থাকতে হয়, না হয় আমরা মকই আছি।—তাই বলে ঠাটা দিওঁন করা।

চটখেন? একটু তো কটাক আছেই।—বললে অমিতাভ।

অমিত বলে: আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন। কুজ মান-অভিযানের প্রশ্ন।

প্রমিদের কাছে বলে ছলও কথা করাই মুরিল। তাহলে আমি উঠি।

ইলীমা বলে: আমি পুনরায় জীবিত, কমা করে।

অমিত কমা'র প্রশ্ন নয় ইলীমা। দোষ আমারই। আমি তৃতীয় পক্ষ তেমা'দের আসর হুড় বসে খাটলে তেমা'দের ভাল লাগবে কেন? এবারে আমার প্রশ্নান করা উচিত।

না, না অমিত—লক্ষ্যটি এমন করো না। মনে কর দেখি আমাদের বেইলব লাভ্য আসরের কথা। ব্যক্তিগত তরফ দিয়ে, অধ্যাপক নীরেন লাহিড়ী, এই, আসর, সি, এস, ডাক্তার অরুণ মুখার্জী—এই মিলে কেনম আসর কমিয়ে তুলতেন। ওরা অনেকই আজ বুঝেন নেই। তাছাড়া বাবুর অস্থব। "ওসব" আলোচনার সত্যি সত্যি অনেক কিছু অনেক ছিল। আলোকালকরে সিনগুলি কি রকম যেন 'ভাল ছিল' করি।

অমিত বলে: কুমিতো বাপু আলোচনার পুণ্য কম অংশই গ্রহণ করতে।

ইলীমা: তা করুন বটে। কিন্তু আমি শুনুতুম। অরু বিশেষ করে ওই 'আবহা' ডাক্তারকে আমি ভালবাসতুম। তবেই বাবুর তরফ ও ডাক্তার মুখার্জী বিদেশে মজিল দিয়ে করেছেন।

অমিতাভ লাহিড়ী উঠে বলে: কোথায়, আমি তো শুনি নি?

ইলীমা: দেশের ধারা কৃতী সন্তান তারা বসি এমন করে বাইরের মেয়েদের নিয়ে দেশে ঢাকলে দেশের মেয়েদের ভবিষ্যৎ আশা রইল কি?

অমিতাভ বলে:

হায়রে জগৎ তোমার সকল
দিনেই নিশায়ে শুণু
গণ গ্রাস্তে ফেলে দেতে হয়।

অমিত একটি গভীর দীর্ঘবাস নিয়ে বলে:

ঘরের মজল লম্বা নেই মোর, তবে
নহেরে সন্ধ্যার সীপাঙ্গীক
নকে প্রেরণীর অকতোখ।



সচিত্রা সেন : ১৬ মিলিমিটার মডেল ক্যামেরা গ্রহণে
 কলিকতা সচিত্রা সেন ।

জনপ্রিয়
 পত্রিকা



1. 1935-36
 2. 1937-38
 3. 1939-40
 4. 1941-42
 5. 1943-44
 6. 1945-46
 7. 1947-48
 8. 1949-50
 9. 1951-52
 10. 1953-54
 11. 1955-56
 12. 1957-58
 13. 1959-60
 14. 1961-62
 15. 1963-64
 16. 1965-66
 17. 1967-68
 18. 1969-70
 19. 1971-72
 20. 1973-74
 21. 1975-76
 22. 1977-78
 23. 1979-80
 24. 1981-82
 25. 1983-84
 26. 1985-86
 27. 1987-88
 28. 1989-90
 29. 1991-92
 30. 1993-94
 31. 1995-96
 32. 1997-98
 33. 1999-00
 34. 2001-02
 35. 2003-04
 36. 2005-06
 37. 2007-08
 38. 2009-10
 39. 2011-12
 40. 2013-14
 41. 2015-16
 42. 2017-18
 43. 2019-20
 44. 2021-22
 45. 2023-24



মীনাক্ষরী । ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভাবমূর্তি অভিনেত্রী মীনাক্ষরী
কি :



শীলা পাল : বাংলার উদীয়মানা মণ্ড-চিত্রকর্মে বর্তমানকালের অন্তর্গত শীলা পালকে
বিশেষ ভাবে ক্যামেরায় ধরা হয়েছে।

রূপাঙ্গলি

ইলানী বলে : 'অমিত, তোমার এটা কাজাবাড়ি। তুমি ইচ্ছে করলেই অনেক ভাল ঘরে গেতে পার। প্রেমসূত্র অঙ্ক চেনেবর অল্প তোমরা তাব না। বেশ বিবেকের মেয়েবা তোমার প্রেমসী হবার মত লাগামিত। এক কথায় প্রকৃষ্ণ সমাজে তুমি একটি গুলুগ রহবিশেষ। তোমার রুচি, শিক্কা, সংস্কৃতি, তৈরির রাহিববোব অতুলনীয়—সে আমি জানি। একটি নারী উজ্জল চকলতা গুহ্ম করলেও তাঁর সৈনগিন জীবনযাত্রার চার পূর্ণ রাহিহুগ ও প্রতিপ্রতিপূর্ণ সহচর।

অমিতাভ বলে : শোন অমিত। মেয়েদের নিজের যুগ থেকেই তোমার কন্মিনেটু তনে আঁতার হিংসে ইচ্ছে। মনে হয় আমি যদি অমিত হতুম তবে কি মজাই না হতো ?

অমিত বলে : তাঁহলে অমিতাভ এসে অবকাটা পাল্টাপালটি করে নি।

ইলানী বলে : একের সঙ্গে অপরের অবহার যদি পাল্টাপালটি করা চলতো তবে কোনর পৃথিবীতে হাং বলে কোন জিনিষ থাকতো না। ভ্রষ্টহীন স্বপ্নের সাথে জগৎ বদল করতো। অর্থহীন অর্থবানের সঙ্গে ভাগ্য বদল করে মজা লুঠতো। একচেতের যদি এই স্বকন্মের ব্যবস্থা থাকতো তবে পৃথিবী পৃথিবী ছোটের মত সকল গুঠের লোকের গুণের ঠাণ্ডাফুড়াই আর চলতো না।

অমিতাভ বলে : 'কিই বলেহ ইলানী। রাষ্ট্রের একটি হুম্বর মাহুগ দেখে—ইচ্ছে হলো হুম্বর মাহুগ হতে, ব্রহ্মর হয়ে গেলাম। কি মজাই হুগতো তাহলে। কিয় আমায় কুংসিং জগৎ তো আব বদলাবার নয়। আমি হহবিন বাচবো আমায় বাইরের পাটার এই কুংসিং অবগব নিতা আমায় সঙ্গে সঙ্গে চলবে—একে আর কোম্ব্রমেই পাল্টানো চলবে না।

অমিত বলে : চলে বাও তোমাদের রামায়ণ মকাভারের গুগে—অসম্ভবকণ্ড সম্বব করে তুলতে পারবে। আমায় কি মনে হয় জানো, এই যে 'একচেত ট্যাগার্ড'—স্বর্গময় ? রোপামায় ? এসব কিছুই থাকবে না। আবাহবামকালের অল্প যা থাকবে তা হচ্ছে—'বারটার সিলুটেম' (বিনিময় প্রণয়), জিনিষ গিগে জিনিষ নেগুগ)।

অমিতাভ বলে : ওসব অর্থনীতির কথা আর টেনে আনিগ মন দিয়ে মন নেগুগ। মগ কিগ—দগর দিয়ে দগর পাগুগ। মগ কিগ—জগ দিয়ে গগ পাগুগ। বাব কিগ। সেটাই আমাদের বিবেগ। কিয়। কারণ আমাদের শিগ্গ জগরনিগর।

অমিত বলে : তাহলে অস্কাপের চাদ, দহিনা পবন, উত্তর মেঘ—এসব নিগেই বলে থাক। মাহুগের জীবনের বাহব শিকটা আর অতবাবন করার চেষ্টা করিগুগে। মাহুগের জীবনে আসল সমস্তা কোথায় এবং কি করে তার প্রতিপ্রকার করা চলে সে বিষয়ে আর তাববার কিছু নেই।

অমিতাভ বলে : তাহলে তুমি আমাকে প্রচারমূলক সাহিত্য বরি করতে কলহিগ।

অমিত বলে : তোব আটের কাছে কি লাগবে, তা আমি জানিগে। ওহু

[সাহিত্য]

সৌন্দর্যপট ? না 'অট্টর' বাতির 'অট্ট' ? তবে এটুকু বাকি শুধু কবিতাশ্রীর আরাধনা করলে চলবে না। যে কবিতার সুরে অবিবাদের যোগ্যযোগ নেই অজ্ঞানের দিনে তা অচল। বহুবিধ সমস্তা আর মাহর্ষের কীর্তন।

ইলীনা বলে : তোমরা তাহলে গল্প কর। আমি বাক্যে একটু যোগে আসি।
অমিত বলে : কুমি বাক্যে দেখতে দাও কিন্তু আমিও এবারে উঠি। আর
তিনদিন দাঁড় বড়ি দাইনি। হুতরাং আর বিলম্ব করা চলবে না।

ইলীনা বলে : তাহলে সফোর দিকে আসতে তো ?

অমিত বলে : চেষ্টা করব। তবে গ্যারান্টি দিতে পারছি কম্পানি
দুজনেই হয়। তিনজনে বাড়ে শুধু সমস্তা।

মুচকি হেসে অমিত চলে যায়।

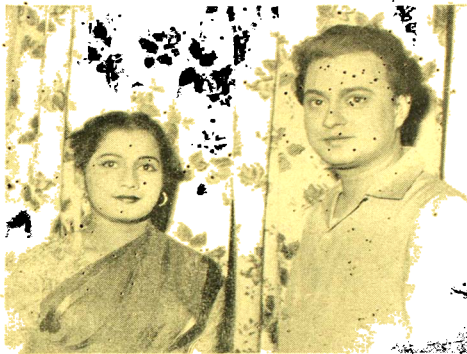
ইলীনা দম্ব ওবাক্যে দেখতে।

অমিতকে চুপ করে বলে 'আকাশ-পাতালে ডায়ে।

ইলীনা নিজের কবিতার পর তাঁর সর্বপ্রথম অদম্য উপভাসের পাণ্ডুলিপিটি



'কলেজ গার্ল' চিত্রের সেটে—পরিচালক টি. প্রকাশ রায়, ওমপ্রকাশ ও
বৈষ্ণবজীবালাকে নির্দেশ দিচ্ছেন।



অমর হস্ত প্রবেশিত ও অসীম শাল পরিচালিত "মি: এও মিলেস ডেপুটী-কমিশনার সেটে
অনিল চ্যাটার্জী ও রজনী বানিনীকে কামেস্তার করা হয়েছে।

পোটফোলিও থেকে নিয়ে পুঁজু বসে। ইতিমধ্যে উপভাস ও প্রবন্ধের বই বাজারে
সে বানকয়েক ছেড়েছে। কিন্তু সেই প্রথম উপভাসটি যা লিখতে গিয়ে ইস্টার্নের কাছ
থেকে অল্পবয়স্ক বিজ্ঞান আর কটাক্ষ ওনতে হয়েছিল তা আর আঁকড় শেষ করা হয়নি।
প্রথম প্রকার প্রথম অত্যাধিক, তাকে যেন উপেক্ষা করা গলে না। তাকে মর্মে
সিঁতেই হবে।

• ইস্টার্ন বর্ণেছিল : চল্লিশ না পেরুল উপভাসে হাত দিও না।

অস্বস্তিতে বসেছিল : চল্লিশ ভাবাবেগ সব ওকিয়ে দার। তখন আর উপভাস
বচনা করা সম্ভব হবে না।

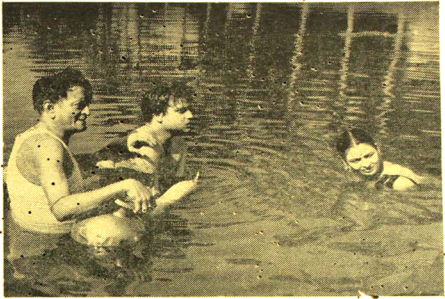
দ্বিতীয় কোমল করে অস্বস্তিতে হুঁরে ভেসে চলে। এই যে রাশি রাশি
কবিতা-দ্বিতীয় অল্প সামান্য প্রভাৎ সেরতে পাই, তার মধ্যে কবিতা বই বেশ ও
সমাজের গন্ধ ও উৎসাহের বা 'আমাদের প্রবন্ধের শিল্পী ও পাঠক উভয়েই
আবদার সমস্ত এসেছে। শিল্পীকে জীবন নিয়ে গভীরতা করতে হয়। জীবন বিবেচনাই
তার সাংকীর্ষ্য। জীবনদর্শন, তার জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবন পরীক্ষার

নামে শিরী যে অকৃত হীতংস রস, 'অসীল' গরিববশের ছবি এবং 'রিয়াসিষ্টিক আর্টের' নামে যে নরত। চরিত্র ও হুঁসীতিকেক্ষর করে গড়ে ওঠে, তা দেখে সমস্ত শরীর মন বিচিয়ে ওঠে। প্রথমত দেশের ও দর্শের মঙ্গল কি করে আসবে তা ভাবতে হবে। বিশ্বগ্রন্থ কিছুটা পড়ে। 'কারণ চ্যারিটি বিপিন্দ্র আট হোম'।

ইলানার কথা বানতে' সেলে, লেখা রেখে বর্তমানে হাত-গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। 'কিছু তা কি কোন জাতিশ্রীতির পক্ষে সম্ভব? ছাপার করকে নাই বা ছাপা হলো কিছু প্রকাশ হো তাকে করতেই হবে।' শ্রীমীর গুণ উপলব্ধিতেই চলে না। এক হতে পারে, তখন কিছু অসংবদ্ধভাবে লিখতে না চেষ্টা করে বোঝকার ডায়েরীতে রৈমলিন প্রতিটি কথা টুকে রাখা—ভুলেই চলিষ বছর পণে সবকিছু হারিয়ে দাবে। গুণ খতি রোমন্থনে আর তখন কুলোবে না: কল্পিত ও বীভৎস রসের পরিবর্তে একটু বাস্তবশীল হতে হবে। 'আদর্শ হিসেবে কলাগ ও মনসকে সামনে রাখতে হবে।' 'আমাদের একটা মাঝামাঝি পণ অবলম্বন করতে হবে।' আরো উদাসিন্ধি হব না আবার নেতিয়ে পড়া হাবাখালামও হব না।' এষ্টটা সামকল্প রেখে পণ চলতে হবে। কারণ শ্রীমীর দায়িত্ব বড় সহজ নয়। মানব চরিত্রের বিভিন্ন অতুতির ভূগা কলাগ রসের আরকে পরিপোষন করে সাহিত্যের মাধ্যমে রূপ নিতে হবে। অনেক শ্রীমী জানেন: গুণ ঐক্য নরেন্ ব্রাহ্ম কেন? ওই ইন্দির ভক্তরাগে যে বৃহত্তর বায়না আছে তার সন্ধান রাখ কি? চরিত্রকে সৃষ্টিয়ে কুলতে বা পূর্ণাঙ্গী রূপ দিতে মানি গুণ কতকগুলি মানব চরিত্রের বিভিন্ন রহস্যের আশ্রয় নিচ্ছে। জুনি, স্ট্রীভস জারও প্রদর্শিত হয়। 'সাক্ষীভা-পরিহার করা।' দেশের শ্রীমীর জীবনের প্রতি যে বৃহত্তর আবেশন তা তোমার জন্মে হয় কুলবে, মানি, দেশে জীবনকে কেন্দ্র করেই শ্রীমীর পণ চলা। গুণ অহঙ্কে গীর পরকেপে অগ্রসর হও। 'মোহের মোহে চমক লাগাবার মত অদ্ভুত কিছুই আশ্রয় নিও না।

যে সাহিত্য পাঠে গুরু উগ্র শিরা-উদ্‌গিরির কম্পন, ক্রোধ, সে সাহিত্য আমাদের সমস্ত পরিচর্য করা উচিত। তাই বলে সাহিত্য যে গুরু আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন বা নীতি উপদেশপূর্ণ হবে তাও নয়। একটি বিশেষ লুটিকোন থেকে বিচার করলে চলবে না। সামগ্রিক লুটিকোনা দিয়ে বিচার করতে হবে।

প্রথমতঃ আমাদের ব্যাপিক শিক্ষার প্রয়োজন। দর্পাশিক্ষা বাস্তব আমাদের জীবনগুণে হার্বারো প্রতিবন্ধক। যে চূড়ান্ত ও সুসজ্জিতবোধ্য কার্যকলাপ আমরা আমাদের বৈদগ্ধ্য জীবনে দেখতে পাই তা থেকে মুক্তি পেতে হলে শিক্ষাই আমাদের একমাত্র পথ। অপর বন্ধ হস্তাঃ আমরাই বা ভাল হয়ে লাভ কি? এটা কাজের কথা নয়। অপরোক্ষাঃ ডিক্টাই কিন্তু আমি ভাল হব, সুস্থ হব, মজ্জ হব। এই মনোভাব এখন শিক্ষার ক্ষেত্রের দিগে জীবনে অপ্রযোজ্য হ'ব' প্রবল। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ আমাদের জীবনে অপ্রযুক্ত হবে। তিনি যুব বেন, কাজেই আমি নেব না কেন? তিনি অসীল লিখে না কি বেরেই, হস্তাঃ আমিই বা লিখব না কেন? জীবনের



‘নতুন কল’ চিত্রের বহির্ভূত গ্রহণকালে পরী পুইঁরে পরিচা
 হুশিয়া চৌধুরী ও অতপ।

প্রতি সেই ‘ওড সেন্স’ ডেভেলপ করতে না পারলে জাতির কল্যাণ নেই। লেখক ও
 গ্রন্থী করে যাবেন, উত্তর দেবেন না, সমাধানের ভার দেবেন না—তাও তো ঠিক নয়।
 আধুনিক পাঠক বোকা নয়। আশঙ্কের সিনে তারা পুইঁ সচেতন সন্দেহ নেই।
 কিন্তু তবুও শিল্পীর মূখ থেকে যদি প্রসঙ্গ লুপে, সঙ্গে সমাধানেরও একটা ইঙ্গিত পান
 তবে বুদ্ধিমান পাঠক তার নিজের বিচারবুদ্ধির সঙ্গে লেখকের বিদগ্ধ মতামত পাচাই
 করে নিয়ে জীবনপথে অগ্রসর হবার হযোগ পায়। কাজেই হালে আমাদের আধুনিক
 সাহিত্যিকদের এ প্রসঙ্গ ভেবে দেখবার সময় হয়েছে। স্কেন্স অয়েল, ডাব্লিউ উল্ফ,
 বার্গভ ন’ আমাদের শরৎচন্দ্র অনেক প্রসঙ্গ তুলেছেন—কিন্তু সঠিক সমাধান এঁরা কেউ
 দেননি। পাঠককে এইসব সামাজিক ও নৈতিক গঠন দেখিয়ে দেওয়া পেল। এখন
 পাঠক তার নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে পাচাই করে নেবেন। ‘ওড সেন্স’ ডেভেলপ ২৭
 অগ্রসর হওয়া উচিত। কবির ভাবার আমাদের লক্ষ্য হবে:

‘বন্ধিতে হইয়া হুঁরে জীবনের সর্গ অসম্মান,
 সম্মুখে গাভাপ্ত হবে উন্নত বহক উড়ে তুলি
 দে মন্তক-ভয় লেখে নাই লেখা, হাস্যের পুলি
 জাকে নাই কলংক তিলক।’

महिडा ।

‘মনে ভুলপড়া’ নিবন্ধ ‘আর চিত্রকল্প জ্যোতিষ’-এই নিবন্ধে আমাদের
 প্রাচীন জীবন। সংহিত। যদি মানব জীবনের ছবি চিত্রপটের ‘কল্পনাবেন’ ভাবে
 হবে আরও প্রকট। শিল্পীর এই প্রকটতা সম্ভবতঃ ‘আজির’ নিকট কৈশিকের
 অংশকে প্রাচীন আদর্শের নিরীক্ষণে অতি সাধারণে পথ চলছে-ছবি। উপনিষদের
 এশের পোকেস এই প্রকট হতে পারে। একদম এই ভাবেই এই জীবিত হোকিল :
 ‘যদ্যত্রৈব অমৃতক পূর্ণাঃ সঃ বাক্যনি দিব্যা নি হুঃ’

অনুমোদিত পত্র সংগ্রহ অত্র একটি পাইলট সংগ্রহ করা। এ। পত্রিকার
 বিচার সংগ্রহ অত্র পত্রিকার চেমন খেন নিম্নমান হবে পড়ে

এই সময়
বিশ্ব সাংগঠন সীলায় নিম্নেছে অর্থাৎ

ପ୍ରାକୃତିକ ଦାମ୍ଭାବ

॥ १५ ॥ अथः ॥

এবার কুণ্ডল দ্ব. ব. সেনের প্রকৃত একটি ইচ্ছার প্রকাশ। এই ইচ্ছার উদ্দেশ্য কই ছিলো? এতে একটি দৈনিক সংবাদপত্র ছিল। কাজেই ইলীনা আর একটি মেয়ে এবার পাশে গা. ব. সেন বসেছিল।

পাঁচশ টাকা মূল্যের পুস্তক পুরস্কার

এ সংযোগ লিখির সেই রচিত “আমক নিঃকরন” উপন্যাস সমগ্র হ'ল। প্রেমের সতে সত্যিকল্পাবোধোৎপত্তি এবং হৃদয়ের সঠিক মঙ্গল এই উপন্যাসের আদ্যোদ্যত। তবুও এক কণাও মূল্য চাপ্ত হৃদয়ের অক্ষুণ্ণ রক্ষণ। এই উপন্যাসের ওপর সত্যের গাঠক-গাঠিকার নিরপেক্ষ সমালোচনা ‘আমক’ আচ্ছাদন করছিল। রচনা কুলদ্বয় সাইকের দুঃখাতর মধ্যে ভিত্তি হ'ল। স্বীয় সমালোচনা-কণাগুলি সম্পাদকের হাতে বিলি বিবেচিত হয়ে তিনিই উক্ত পুস্তকের প্রণয়ন। ‘সোমসংগের শেষ তারিখ ১০ই এপ্রিল। ১৯১৬’

ନାଟକ : ଶ୍ରୀମାତା

অমিত্যত প্রবেশ করতই সোমনাথ ব্যত হতে বলে : এসে, এসে অমিত্যত ।
বসে। এই চেন্নেরটিতে বসে ।

✓ অম্লিতাঙ্ক স্ফিটরাংক একটি চেপার টেনে নিয়ে বসে পড়ে •

সোনামাথ বলে : অমিতাভ, তুমি এশেষ ভালই হওতেছো । তোনার সইই আমার
কণা আছে । তুমি তো সবই জানি । তবু আবার বলি । বুড়া হোয়ি, বাসন্ত
হওছে । আর বোধহয় বৈদ্যনিষেধাও না । কারকি যে যোগ ধরেছে তাতে আর
কোন চিকিৎসা নেই ।

কি সে বলছেন ! এতে দাবড়াবার কি আছে ? ” অস্থূণ হয়েছে, সেয়ে বাবে ।

না অমিতাভ, আমার কলতে দেও। ইলীনার ছেলেবেলা ইলীনার মা মারা গান। ইলীনা কে গুড়ায় নিঠার সঙ্গে মাতৃক করেছি। বিশ্বের জীবনে যে যেসকলটি ঘটে গেছে তার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেমিকে আমার বুরাকরই ত কষ্ট ছিল। ইলীনা পৃথিবীকে তার জীবনের প্রতি কণা দিয়ে সজ্জা করুক এইটাই আমার ইচ্ছে। শিকা ও কচির ক্ষেত্রে ওর ছড়ি মেলো ডাব—সেকণ্ডে যে ওর সঙ্গে বিশেষে সেই জানে।

ইলীনা : একটু কুঠার সঙ্গে অমিতাভের দিকে তাকিয়ে বাবাকে উদ্বেগ করে বলে : বাবা, তুমি নিচ্ছেন কি কেন এত বকে চলেছ ? তুমি তো এগুনি ক্রান্ত হয়ে পড়বে।

অমিতাভ বলে : সত্যিই তো ?

সোমনাথ বলে : না, না—আমি প্রায় ইবু : না। সব কথা না বলো—আমার বিশ্রাম নেই।

ইলীনা বলে : কি আর এমন কথা আছে ? কেন তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ ?

সোমনাথ উত্তেজিত হসেই বলে : কেন, আমার উত্তেজনাকোণায় সেগতিস, বল ? ইলীনা : তুমি মেসের বাপ হোসিনি—কাজেই বাপের বাপা কোণায়, তুমি দুঃখবিশু।

অমিতাভ পুনরায় : অত্যাশঙ্কিত করে বলে : আপনি : অথবা এত উত্তেজিত হবেন না।

সোমনাথ এবার হাসিমুখেই বলে : বরলে অমিতাভ, মেসেরা মতই আমার হোক—তার কখনও স্বাধীন হতে পারে না। তাইবের অবলম্বন চাই।

অমিতাভ বলে : সৌখিন তো একশো বার সত্যি। সকেপে বলুন, আপনি কি বলতে চান ?

সোমনাথ নেই সত্যি সোমনাথ উত্তর দেয় : তুমি তো সবই জান : অমিতাভ। আমি তোমার মূল থেকেই গুনেতে চাই তুমি ইলীনা কে গ্রহণ করছ। তাহলেই আমার শান্তি।

অমিতাভ বলে : একি কথা বলছেন আপনি ? ইলীনা কে গ্রহণ করব কি—না সে-সময় আমার নতুন কোন প্রশ্ন, মিথ্যা বা সংশয় কি করে অগ্রসর করবে—অর্থন : না। আপনি এক চিন্তা ছেড়ে দিন।

সোমনাথ : না অমিতাভ, আমার বর্তমানের একমুহুরে চিন্তা তোমার ও ইলীনার দুটি হাত—একত্রে খিলিয়ে দেওয়া। অমিতাভ কাত্ত এসে, ইলীনা কাছে আসে—এই বলে উত্তরে কাত্ত এসে অমিতাভের হাতের মধ্যে ইলীনার হাত ছুঁতে দেয়।

অমিতাভ-ইলীনা বহু উপস্থানে বসিত নারক-নারিকার মত সোমনাথকে প্রদান করে।

সোমনাথ : পূর্বকথার জের বর্তে বলে :
: ছরগে। আমি এখানে একটু বিশ্রাম করি।

অমিতাভ আর ইলীনা হাসতে হাসতে পায়

[সাহিত্য]

ইলীনা বলে : কি গো মশাও বড় যে বিয়ে করব না বলে গো ঘরেছিলে, কিন্তু এখন ?

অমিতাভ বলে : তুমি ঠিক; কিন্তু হিরেটা কি শেষমতে হলো, না শাক মতে হলো ?
ইলীনা : হুটু। হিঁদু বিয়েটা ফ্র্যাংকো-স্ট, অস্ত্রধর্মের বিয়ের মত চুক্তিপত্রের প্রয়োজন হয় না। 'পুত্র প্রেরণ' উদ্ধৃতি করতে সক্ষম করে না।

অমিতাভ বলে : তাহলে কবির ভাবের উপস্থাপন করি : 'পতনকারী প্রতিভা কা'রনা' থেকে বেরিয়েছে 'তৈরী-কিমিস'। কিন্তু মাহুদ কাটা-মালুমলা। যখন মাহুদের উপর তার 'তাকে গড়ে তুলো'।

ইলীনা : তাহলে উপস্থাপন কি এখানেই ইতি করলে ?

অমিতাভ বলে : শেষ করবার সত্যিকারের কোন টেকনিক আছে কি না আমার জানা নেই। যারা বলেন সেখানে শেষ হলো সেখানে কোন শেষ হলো, এ-প্রশ্নের কোন জবাব নেই। লুভিক দিয়ে জীবনের অনেক প্রশ্নেরই কোন উত্তর দেবে না। 'হুদর' এ-প্রশ্ন সম্বন্ধে নীরব থাকছি ভাল।

ইলীনা অমিতাভের দিকে একই মুহূর্ত চাপ দিয়ে বলে : একটি কথাও জা'জ'।
'বন্ধু, দলু, সবই যেন ঠিক। বৃষ্টির আওয়াজ না হয়।

অমিতাভ বলে : তাহলে এ-বই আর 'কাব্য' করে লাভ নেই।

॥ সমাপ্ত ॥

এন্ট্রাচার ফটোগ্রাফি

কম্পোজিং নিয়মিতভাবে এন্ট্রাচার ফটোগ্রাফ ছাপার বাবদী করা হয়েছে।
একটি ছবি পাঠাতে হলে প্রত্যেক ছবির পেছনে এইরূপ লিখে দিতে হবে—“আলোক-
চিত্রটি আমি ফুলছি এবং আমার কাছে এর Negative আছে। চিত্রটি সম্পর্ক
সকল দায়িত্ব আমার।”

এছাড়া পুরো নাম ঠিকানা ও স্ট্রিক্ট করে লিখে দিতে হবে। বিশেষ প্রাকৃতিক
বস্তু, সেরামিকের বা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ চিত্রের পেছনে পরিচয় লিখে দিতে হবে।

পুরকার :—প্রতি মাসে প্রকাশিত চিত্রাবির শুভাঙ্কসময় পুরকার দেওয়া হবে।
১৩-১২, শিতা-১০, চতুর্থ-১২। পুরকার নির্বাচনের একমাত্র ক্ষমতা জগদীশ
সম্পাদকের।

বর্ষ শুভ সংখ্যার প্রতিযোগিতা

বর্ষ শুভ সংখ্যার আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার স্মরণ পুরস্কার ১ম—১০০, দ্বিতীয়—
১০০, তৃতীয়—৫০। যে কোন বিশেষ Full size ছবি পাঠানো চলবে। ছবির পেছনে
উপরোক্ত রূপ লিখে 'বর্ষ শুভ সংখ্যার প্রতিযোগিতা'—এইরূপ লিখতে হবে। ছবি
পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০শে মার্চ ৩০।

‘রূপাঙ্কলি’র পরবর্তী উপজ্ঞানের সন্ধান

প্রশান্ত চৌধুরী

অম্ব কলিকাতায়, ১৪ই পৌষ ১৩২০
বৎসরে। পিতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, অনামধন্য প্রবীণ
সাহিত্যিক, সমালোচক, সুশীতল, চিত্র-
শিল্পী শ্রীযুগপতি চৌধুরী মহাশয়। ‘অম্ব’
কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে প্রথম চৌধুরী।

‘শৈশব থেকেই স্বাভাৱিত সাহিত্য
সম্পন্ন চিত্রকলা অভিনয় ইত্যাদির আ-
হাওয়ার মতন। প্রথম বয়স প্রকাশিত হয়
‘অধুনালুপ্ত মাসগণনা’ মাসিকপত্রে; প্রথম
কবিতা ভারতবর্ষে;—সেটা ১৯৩৭ সাল।
প্রথম ‘প্রকাশিত গ্রন্থ’ ‘ছুটু’ (কিশোর
উপজ্ঞান) ‘অম্ব’ করত। চৌধুরীর সহ-
যোগিতায় লেখা। ‘ছুটু’-এর ছায়াচিত্র
সংগ্রহণ ‘কল্পতিথি’ নামে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার
লাভ করেছে।

এঁর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা:—

‘ছুটু’ (কিশোর উপজ্ঞান, ১৩৬১)
‘খটাকটক’ (উপজ্ঞান, ১৩৬৩)
‘মোটকোঠা’ (উপজ্ঞান, ১৩৬৩)
‘প্রত্যাহ্বান’ (নাটক, ১৩৬৩)
‘দাল পাগর’ (উপজ্ঞান, ১৩৬৪)

কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই বঙ্গভাষা, সঙ্গীত
ভারত, গুরু-ভাবিত, ভারতবর্ষ, বহুমুখী,
মাসগণনা প্রভৃতিতে গুরু, নাটিক ও কবিতা
লিখেছেন নিরন্তর। ঐ সময়েই সঙ্গীত
ভারতে প্রবেশ করেন ‘অম্ব’ কাছের। ছাত্র
জীবনের শেষে দৈনিক বহুমুখীতে ‘অম্ব’দের
পাতা-বিভাগের সম্পাদনা করেছেন ‘পেপার
সংগীত’ চতুর্থবারে। ‘বৈতারিক’ চতুর্থবারে
করেছেন বেতার ‘অম্ব’দের ‘বিত্তরিত
আলোচনা’। ‘বৈতারিক’কে এই ‘অম্ব’কর্তৃক
নাটক একাধিকবার অভিনীত হয়েছে।
সাধারণ রসালয়েও প্রায় সত্যিকার রসমী
সাক্ষরদের মূলে অভিনীত হয়ে গেছে ‘এঁর’
জনপ্রিয় নাটক ‘প্রত্যাহ্বান’। ‘সুন্দরটক’
নাট্যকার বয়স অল্পতম প্রথম ‘ইন্ডিয়ান
অভিনয় কেন্দ্রে’ সমালোচকদের অকুণ্ঠ
অভিনন্দন লাভ করেছিলেন।

উত্তরণ (উপজ্ঞান, ১৩৬৪)
‘মেঘডুগর’ (উপজ্ঞান, ১৩৬৪)
‘কুস্তকর্ণের সিংহভেদ’ ছোটদের নাটক, ১৩৬৪
‘বগতেজি’ (মহোপজ্ঞান, ১৩৬৬)
‘সমরাস’ (উপজ্ঞান, ১৩৬৬)

বৈঠকী

[১০৪ পৃষ্ঠার পর]

—আশা? আশা? এই যে অম্বা?—
বাবু এসেছেন।
—পায়ের ঘরের দিক দিয়ে একটু উঠ
গলায় বললেন নাগরসবাবু। হৃদয়শ্রী
ও অধ্যাপিকা। আশায়েবী। বৈঠকের
এলেন।
—নমস্কার আশা। বৌদি,
বললেন শ্রীমতী।
—ভাল আছেন ত? আশায়েবী
ভদ্র।
—কোনক্রমে কেঁটা যাচ্ছে।

—মোন আশা, অম্বা?—
রূপাঙ্কলি সাপ্তাহিক করছেন আশায়েবী।
—তাই নাকি! বেশ ভাল হবে। তা
ছাড়া আশায়েবী আজি পোক, যা করবেন,
তাই চলবে।
—আগমার একটা লেখা চাই কি?—
—বেশ ত, আমরা দত্তের দ্বারা
‘অগমার’ সঙ্গে সহযোগিতা করবো।
বললেন আশায়েবী।
—বাস, ওইটুকু হলেই হ’ল। সবার
তত্ত্বাধার লক্ষ্যে পলে অনেক কিছুই করা
যায়।
—আগনি কখন লাগবে বলে যে
কাউকে পাঠিয়ে দেবেন, আমরা দেব।

দুই বেচারী

কবিজিত কবিমিত্র দ্বারা রচিত।

১. গোবিন্দ চন্দ্র ও বর্ষারী দুজনের উদ্দেশ্যে এক সীমাবদ্ধ।

অন্য-কিছুরই অর্থহীনতা ও অর্থহীনতা প্রকাশিত।

কাহিনীসার : অলোক-আর ওকাল।

পৃথিবীর মধ্যে সমস্তের দুটি বস্তু। এই দুই
কোন পক্ষেই আছে বিশ্ববিজ্ঞানের উগ্র।
কিন্তু নিখিলের মিলনও পরিচয়। এদের
দিনগুলি কাটে কখনোই অন্ধকারে,
কখনোই দিন অন্ধকারে কালকাতার
উপকূল এক নোয়া বস্তীর অন্ধকারে।
এই অসহায়তা ও নিঃসন্তান দুটির ওয়া
এলে আরো কাছাকাছি আর পাশাপাশি
—কিন্তু ওকাল দুজনের গুরু বস্তু। তাদের
জীবনের মধ্যে বস্তু হবার দুমিথ্য
আকাঙ্ক্ষা।

২. অলোক, পুরী—কীভাবে একে রতিন
করে তুলতে তার বস্তু আর তুলীর মাধ্যমে।
আর বেচারী ওকাল এই রতিন দুটির সঙ্গে
তার জীবনের বস্তু বেলাতে দুটে মরে
অক্লিষ্ট পাতার।

এই বিভিন্ন পরিবেশে অলোক সেপে
কোলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী কোটিপতি
কিশোরী বোহন চাটোকার একমাত্র কন্যা
হিসেবে। নিচির অল্পবয়সী সৌন্দর্যকে
বস্তু ও তুলি দিয়ে কংগ্রেসের বস্তু অর্থাৎ
করার সোভ সে সানোতে পাবল নয়।
আর সেই পরিবেশেই এক বৈজ্ঞানিক
গটনের ভেতর দিয়ে পরিচয় চল চকলের
সঙ্গে নিচির প্রিয় বাক্যই রমার।

নিচি যখন জানতে পারল তার ছবি
আকার সংবাদ, তখন সে তার
আভিষ্কারের সঙ্গে আশ্রয় করে তুলে।
সেই অলোককে আশ্রয় করতে। কিন্তু
প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিজে করে এসে, যখন সে পুরী
অলোকের সত্যিকারের পরিচয় পেলে।
—নিচির অত্যাচার এড়াতে পারেনা
অলোক, তাই আসতে হয় তাকে ওকের
বাড়ী ওর মুখা মা'য়ের একমাত্র তৈলচিত্র
আঁকতে। নিচি অলোককে শেতে
চার কাছ—আরো কাছ।

অলোক বস্তীর এক দরিদ্র পুরী আর
নিচি সহরের কোটিপতি একমাত্র কন্যা।
অতএব কোটিপতি কিশোরী চাটোকার
কেন নিচির হতে চাইবেন না নিজে
নির্বাচিত পাত্র তৎকালীন অধিকার-
সম্পন্ন হতে অনিবার্য হারে নিচিকে
তুলে দিয়ে? বাপ হয়ে কি করে কন্যা
হবেন অলোকের মত দরিদ্র নগণ্য
পিতার সঙ্গে বিয়ে দিতে নিজে, একমাত্র
মেয়ে?

অসহায়...

কিন্তু? ভেলে বেগল, কিশোরী
জ্ঞানবীর, সব সংস্করণ নিচির চোখের
কল্পে। তবুও দাঁড়ই না করে তিনি
কিছুই করেন না।

‘তাই’ অলোকের সঙ্গে মিলির বিয়ে দিতে রাক্ষী হলেন এক অন্তর মর্মে—

পঞ্চাশ দিনের ভেতর অলোককে এক লক্ষ টাকা খরচ করে আসতে হবে। খরচ নামে বিশিষ্ট দেওয়া চলবে না, আর চলবে না অজ্ঞার জাবে ওড়ানো। প্রতিটি খরচের পেছনে থাকবে প্রতিশ্রুতির কারণ।
পুরে খেল ভাগ্যের ঢাকা...!

বন্ধ চকল এগিয়ে আসে অলোককে সাহায্য করতে। নতুন উত্তীর্ণনা নিয়ে ওরা এগিয়ে চলে, টাকা খরচ করতে। আর ওদের পেছনে পেছনে চলে অনিমেস ও কিশোরী মোহনের অতীত গুটি।

কিন্তু তখন কি ওরা কুঁলেও ধরেছিল ধরী বেদীল পূলে দেবে, তাদেরই সামনে হুঁররের ঐক্য-ভাঙার...!

ওরা কি জানতো তেলমাখায় তেল দিতে অভ্যস্ত এই সময়ে টাকার টানে শুধু টাকাই আন। ‘তাই’ প্রতিবারেই ওরা হয় বার্থ। টাকার অক্ষ হ হ করে বেড়ে চলে। আর অীণ থেকে কীপতর হয়ে আসে মিলি-আর অলোকের সমস্ত আশা। আশ্রমে উল্লসিত হয়ে ওঠে অনিমেস ও কিশোরী মোহনের মন।

ভালবাসার পরিণতি সব সময় মিলনে সফল হয় না। তাই অলোককে ফিরে যেতে হবে কি জ্বাধার সেই বৃত্তিতে? চকল আরও চকল হ’ল ঢাকারীর খেঁজে।

মুঠ মস্ত নিষিদ্ধ পঞ্চাশ দিনের শেষে অলোক আসে মিলির বাবার কাছে টাকার হিসেব বৃদ্ধিতে দিতে। একলক্ষ টাকা তখন কয়েক লক্ষ টাকা হয়ে গড়িয়েছে।

যুবসানী কিশোরী মোহন চ্যাটাকী এতদিনে অলোককে পেলেন চাঁদের

দুইপা। অলোককে তিনি কেলে দিতে চাইলেন। কারণ—অলোক শিল্পীর পরিচয় তার বাড়িতে প্রকাশ করে তার একমাত্র বৈয়ের উপরিপাত নৃষ্টির অস্ত্রোপ নিতে, তাকে তার মিলি কথার উল্লে কেলবার চেষ্টা করেছিল...।

—সত্যি কি তাই—

টাকী খরচ করতে না পারত কি এত বড় অন্তরাধ দার জ্ঞান অলোককে আজ পুলিশের হাতে যেতে হবে?

উপস্থিত সবার মনে এখন এমন একটা প্রশ্নের পূর্ণিমাণ থাকে, যখন অনিমেস গ্রাস চাঁদের, মূর্তির এনে ফেলতে মিলি আর তার মালজিমিলি ভোমবার বাবাকে তিক তখনই অকস্মাৎ বেন মীল আকস্মিক হয় বহুপাত। কিশোরী মোহন দ্বির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তার—অলোকের সঙ্গেই সেবেন মিলির বিয়ে। আর এই অবসরে দুই আর দুইয়ে তার হবার মত রমার পাণি-সীতবের পরিণাম পেতে তার হাতে যেন অচকল সিদ্ধান্তে নিম্নেস্তে সঁপে দেয় চকল।

কাহিনীর কথা : কাহিনীটি উদ্ভ্রা-
জন। কোন বক্তব্য নেই এর পেছনে। বিশেষ গায় হলই ভাঁপ, তবে এই ভাষে ব্যয়বাই সম্ভবতঃ এই কাহিনীটির সৌন্দর্য্যবদ্ধ হবার মূল কারণ। এরূপ কাহিনী বেশ চিত্রাঙ্কিত হলে, সেউলিহা, বোমাই কাপড়েরের কবলে পড়ে বিশ্ববলিত, বাংলা ভবির ভবিষ্যৎ অক্ষকর কারণ করে নাগকুঁটে মরবে।

চিত্রনাট্য : যেমন কাহিনী, তেমন হলেছে তার চিত্রনাট্য। একই বিষয়ের পৌরস্বিক সমাবেশে কটকিত চিত্রনাট্য

কি হস পবিত্রেশন করত পারে আমরা
বুধি না।

পরিচালনা: পরিচালকের কোনকণ
কতমাশঙ্কির পরিচয় স্বামীজী পেলাম না
কোন একটি বুজ। 'তবু এ কথা বেনমরি
সঙ্গেই বলব যে তিনি ভাগ্যবান। নতুবা
যখন বেশ ক'টি মহাম ধরনের ছবি দর্শকদের
চরম উদাসীনে বিদায় নিল, জগদীশ পদা
থেকে, ঠিক তখন এ চিত্রটি যা চলেছে ও
দর্শক হাসাচ্ছে তা অকরনীয় নিঃসন্দেহে।
আমরা আশা করি পরিচালক ভবিষ্যতে
নিজের ক্ষমতার সর্বস্বব্যবহার করতে কার্পণ্য
করবেন না।

অভিনয়: উপযুক্ত সুযোগ না
পেলেও যে ক্ষমতা থাকবে অভিনেতা
নিজে অভিনয় দক্ষতার কতটা সর্বব্যবহার
করতে পারে তা চক্ৰল চরিত্রে
অম্বপকুমারের সহজ প্রজ্ঞা সাবলীল
অভিনয় দেখে বুঝতে পারলাম। নায়ক
চরিত্রে কালী বানার্জীর যেমন বিশেষ
কিছু করবার ছিল না তেমনি ছিল না
নায়িকা হাসবী নন্দীরও। তার ওথরে
শ্রীমতী নন্দীর চেহারা অত্যন্ত বিকী ভাবে
কামেরায় বরা হয়েছে। উপনায়িকা
চরিত্রে সন্ধ্যা রায় মন্দ করে নি। সন্ধ্যার
অবিস্মৃত আশাপ্রদ বলা চলে। উপযুক্ত
পরিচালকের হাতে পড়ে যবে মেছে
উঠলে সন্ধ্যার উন্নতি অবশ্যস্বাভাবী। পনের
বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে অম্বর রায় অ
কমতায় বড় ভাবেই হাসিয়েছেন। অনিল
চ্যাটার্জী ও কমল মিত্র সীমাবদ্ধ সুযোগে
যেটুকু করবার করেছেন।

সঙ্গীত: মাধবী ও হীন রক-এন-রোল
ধরনের গান 'ভলা ভপের খেলা'
গানটি তরল আবেদন সহিতে সফল

হয়েছে। এ ছাড়া সঙ্গীত
কল্যাণ ধরনের। ভূপেন
গানটি প্রসার।

যান্ত্রিক দিক: অত্যন্ত হতাশাজনক।

প্রচার: প্রচার সচিব 'জী, এস, ডী'
বুকলেট-এ যে ধরনের বানান বিভ্রাস
করেছেন তাতে সাহিত্য সরস্বতীর গর্ভ-
বহনায় কৃত্রিম হওয়া বিচিত্র নয়।

দুই বেচারা

দৈর্ঘ্য: ১২৮০০ ফুট

পশ্চাতে:

কাহিনী
চিত্রনাট্য
সংলাপ
পরিচালনা
সঙ্গীত: ভূপেন হাজারিক।
মৃত্যু গোপীকঙ্ক
চিত্র গ্রহণ: বিহুতি চক্রবর্তী
সম্পাদনা: { অর্জুন চট্টোপাধ্যায়
অমিয় মুখোপাধ্যায়
প্রচার: 'জী, এস, ডী'
স্থিরচিত্র: এডমা লরেন্স

পর্দায়:

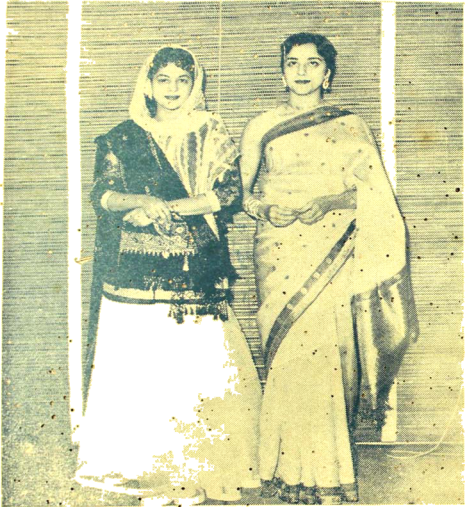
কালী বানার্জী, অম্বপকুমার, হাসবী
নন্দী, সন্ধ্যা রায়, তুলসী চক্রা,
অনিল চ্যাটার্জী, নবদীপ, রাজিলপ্তী,
পঙ্কপতি, পিঙ্কি রবিনসন প্রভৃতি।

সম্মালোচনা:

জগজ্জলি ফিল্ম ফ্রিটিক বোর্ড



বসন্ত চৌধুরীঃ বিজয়লাল রায়ের আগামী ছবি 'প্যারেন'-এর নায়ক বসন্ত চৌধুরী নায়ক
চরিত্র রূপে সবেমাত্র সাধনা।



বাঁমে চাঁদ ও নলিনী ভগ্নতঃ রূপ কে সোথ্রে আবিস্কৃত অভিনেত্রী বীনা চাঁদ-যিনি
 'কর্মে'র পাতাল'-এ অভিনয় করছেন-এবং নলিনী ভগ্নতঃ একই সঙ্গে ধরা হইয়াছে।
 রূপাঙ্গলি

প্রিয়ভাষিনি

[৯০ পৃষ্ঠার পূর্ব]

দিন। চোপে আঁচল চাপা। 'বিরে যুবতী
কানড়ে। আঁচল টান করে অনাদি
আঁচলটা সরিয়ে দেয় : 'এই বেলা ভাল করে
দেপতে দে তো মা, দেখে বাবুরা গ্রাণ ঠাণ্ডা
করে বিবাহ হোক। তবল চাঁদ তবল গিস
পেতে দে। আসেনি এখানে, এসেছে তোকে
দেখতে।'

'লজ্জার আমরা জন্ম যুগ তুলতে
পারছিলাম না মদন। তবে মনে হল গুণে
কাজ হয়েছে। সতীশ এবং তার সবীতি
মাতে মাতে উঠে পাড়াল।

'আমাদের আঠারো : অনা হুয়েছে—
মিনমিনে কুঁকর হুঁকনের।' অনাদি গরুর
পদ্যে বলল, 'দিন।'

'অনাদির হাতে বাব তুলে দিয়ে নিঃশেষ
বাবু খন্ডের দুটি দোকান থেকে বেত্রিয়ে গেল।

'ইতর, কানোয়ার।' অনাদি হাতে পাঁচ
পলল।

বাবু খন্ডের দু'জন বেত্রিয়ে যেতে আনি ও
হারিন কিছুটা স্বস্তিবাণ করল। এবং এবার
ভাল করে মুখ তুলে তাকাতে পারল।
অনাদির হস্তের মতন তার জামিও কটমট করে
বাইরের দিকে তাকিয়ে সেই লোকজটির
চলে যাওয়া দেখে। চোপে ভল কিছু কি
ভয়র স্থগার আল। সে চোপ থেকে ছুটে
যেখানে, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

'আর রাগে গরার করতে অনাদির গলা।
'তাকিয়ে আমার জামীর গায়ের মাংস খুঁপে
নিরে বাবি শালোর,—না বে বুরে এ নয়।
চোপের চাহু চালিয়ে মাংস চেছে খেতে হয়।
'অত জাফার বেহুে বোজ গো, অনন্তপুরে হরে
না। উঠ না। এখন থেকে, উঠতে ছিড়ে করে
'না—ছিড়ে করছিল।' মাথের চটি তুলে
পালকের—

'অনাদির কথা শেষ হল না। যেতে
আগে মাগে পদার। আঁচলে সরে গেল।
'পরজা সামনে বাঁহুে বসে যায়। চা পাকিল
'সকলেই আগারটা দেপুতে, তখনে। তাতে
রাশ নাখিয়ে য়েবে একজন বলল, 'ও, এখন-
খার। ভয়ঙ্কর তো। আগে হেঁমিন কর্তে,
'এক বছর তো বোকাবিন হয়েচে আপনার।'

'সেলে রাগ—তিনে রাগ তোরা ভয়ঙ্কর
কাকে বলে।' অনাদি যেন অনেকটা ক্রোধ
হয়ে নিজের চেতাবে গিয়ে বলল। আমবা
উঠছিল কিছ আমাদের দিক তাকিয়ে
অনাদি কথা আরম্ভ করতে চাই করে ওঠা
হল না। 'দেখলেন—তো, এখানে বসু কিসকম
হসিয়ে বসিয়ে লোকদের হুগাতি করছিল।
'আর—

'যাকগে, ও ভেড়ে দিন।' হারিন বলল,
'কটাই ঠিক বলেছেন, তাকিয়ে কি আর
পায়ের মাংস খুঁপে নেওয়া যায়।'

এবার হাসল অনাদি, গলায় একটা অসুস্থ
শব্দ করল, 'না, না, দেখছিলাম পালকের
কাড়কাড়না।' আমার জামীর দিক
তাকাবে টেনা, আমার পায়ের পদারকিন : যদি
হ'ত তো তাকে নিয়ে বাব চায়ের পোকাক
চালাতাম না, তাকিয়ে চোপ ঘের করতে কি
ওঠা : বুঝলেন মশাই, শুরি নিজেই বলে,
বেশ ছেড়ে এসে পাঁচ মাস পেদালদার দুটো-
পাতের ওপর কাটাতে হয়েছে জামাইয়ের
মুখে, মাথার ওপর দুটোটি বসতে কিছু নেই।
যুবতী মেয়ে! ভাঙে কি, টেপনের কলতলায়
বসু টান করা : কাণ্ড বদলাও, উট দিড়িয়ে
রাস্তার বসে রাগ কর, তাহি পোও—মার
এদিকে চোপ আর চোপ। বুঝুন মশাই,
পেদালদার মত জামা! লম্বা লোক দুটো
'বটায় টেপ থেকে নামতে, হেঁকে গিয়ে উঠতে।

[সাহিত্য]

আর যেতে আসতে লক্ষ বার চোখ দিয়ে
চেটে চেটে গেছে এক একজন। হ' আশা-
হুতে। পরা সপ ভক্তব্রজোত্তরঙ্গল—আত্মীসের
দেবদাসী! পারিওনে, তঁরনট্টাশ্রিত গায়েব
মাংস, তব দৌবন গায়ে তঁর বসন্তে পাবসাম,
তো এখন আর কি, এমন এসব গেরাহি
করি নো।

চূপ করল অনাদি। আশা বা হুই বহু
চূপ। একটু পর, যেন প্রহটা হঠাৎ নিজের
কানে কোন অসঙ্গত হৈকল, বল বলগায়,
'জামাই এখন কোথায়?'

'গত বছর কলকাতা ছাড়া গেছে।' অনাদি
আচল দিখে নিজের কপাল দেখল।
'বুঝেপনু মশাই, মাগে বলে ভাষ্য,—মদেই
না থাকলে কিছু পেয়েও কিছু থাকে না, কিছু
হবেও কিছু হবেই নয়। কটল দেখালবার
মোহন, এই অন্তরমুর তঁরটা চিটে ছুটল।
তমি পড়নি চাববাস করবে, কাজেই চাকরি
সফল, তঁর ছুটল, তঁর, যেটিহানুজের পাট
কলে, কিন্তু কাজ ছুটল আশিনে আর গিহীন
চোখ চূপ চৈত বাসে, এহনি এক মলমলার।
আমার ভাবীর অস্ত্রের কথা বলছি।'

চাটিন হাতমডি দেখল। আশিও
উৎসব করছিল। লক্ষ্য করে অনাদি
বলল, 'বহন, বহন, টেপের এগনো বিশ
পড়ি, মিনিট বেরি—আছে—আশনাদের ন'
আনা হয়েছে।'

হাসিন উঠে হাত বাড়িয়ে লাঠি। অনাদির
টেবিলের ওপর গাংগ। সেদিকে না তাকিয়ে
অনাদি আবার চোখে চোপ তেপে বলছিল,
'তারপর আর কি, এই চায়েই শোকান।'
শান্তিসলল, মাঝা মাঝকে তো একটা কিছু
করতে হবে, বহন তুমি নুদি দোকান গুটিয়ে
চায়েই দোকান লাগ, ভাঙ্গাটা ভাল, টেপনের
মুখে,—শক্ত দাতের বেয়ে, তার ওপর মাথা

বুজি তামে খুঁজ, তাই এখন একটা প্রত্যাব-
দিক্ত ন্যূনল হাঃহাঃ। অল হাসল অনাদি।
'তা দেখলাম নুদি না, নুদি দোকানে তেমন
লাভও হচ্ছিল না—'

'না না, কর্তা, খুঁজ ভাল করেছেন, ভাল
বুজি দিয়েছিল। জামাদের পারি দিহি—বাইরে
এলে যার; চা খাচ্ছিল ভাড়া ততকবে দোর
খোঁড়ায় এসে, ভিত্তি করে বাড়িয়ে অনাদির
কথা উনচিল। এতকাল বলল, 'অশিনার
নিজের তো এততপোন চেইলে' মেয়ে, পারি
দিহিরও বুজি—'

অনাদি মাথা নাড়ল। 'একটা বাচ্চা।'
'ভাল হইছে, বেশ করেছেন, নিজেদিয়ে
দোকানটা চালান, ভাল চলবে, যেন চলবে
না।' হুতিনজন একসঙ্গে বলে উঠল।

যেন কি চিন্তা করছিল 'অনাদি, হঠাৎ
একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে গ্রহ করল,
'আচ্ছা কালু, কে লতী চালিয়ে দাঁড়াল রে?
এমন করে কুহুরটাকে চাপা দিয়ে গেল।'

'সাবন: সাবনের লতী। ইউ নিয়ে দাঁড়াল
কলোনিভে—ওঃই তো একন বেমজা পাড়ী
চামার—আহা পারি দিহির কুহুরটাকে পের
করে দিয়ে গেল হাঃহাঃহাঃ।'

হাসিন আবার চোখের দিকে তাকাল।

অনাদি আবারের ঠিকনের দিকে মূপ
দুহিরে বলল, 'তাই আমার ভাতী সকাল
থেকে ঠান্ডে মশাই,—না হস্তে ওকি আঁয়
এমন মেয়ে, কত হাসিমুখি প্রত্যেকটি থেকের
সাবনে এসে দাঁড়িয়ে তিনবার করে জিজ্ঞেস
করবে এটা ছাই কি জটা চাই।' অনাদি
থানস, একটা পাচ নিবাস ফেলে পরে বলল,
'দিহিরের একটা চিক হলে গেল তিনা, তাই
পারিও এক কাঁচ, পাটকলের, কোটবান
কাড় থেকে বাচ্চাটা চেয়ে এনেছিল দিহির,
ভুল কুহুরের জাত মশাই।'



বোম্বাইয়ের ইন্ডিস্ট্রিয়াল হোমের কাজে সামান্য, সীলিপ দু'বার ও ওয়েলিংটন ইন্ডিস্ট্রি

আরো পাচ সাত মিনিট বসি কাটিয়ে
অন্যদিক দৃষ্টির কাছে থেকে দিলাই নিয়ে আবার
দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। পড় রাগত
উঠে আর একবার ঘাড় ফিফিমে দেখলাম
ওখানে 'আনন্দ' ও 'সুখ' জগতের পাশে
পিকনের মত 'সুখ' ও 'আনন্দ' আছে। আর
ইতিমধ্যে অনেকগুলো কার্ড এসে ভেঙে
হয়েছে। কক্ষ দু'টিতে দু'টিতে টেলিফোন

॥ মলাটের মুখ ॥

এবার মলাটের মুখিত হয়েছে বোম্বাইয়ের
উদীয়মান ইন্ডিস্ট্রি মাখনার মুখ।

দিল্লীদ্বৈত চিঠি



[অন্যদিক সম্পাদক এই বিভাগে পাঠক পাঠিকাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকেন। এক বাহুর ছিটিকবেশী প্রশ্ন করবেন না। মাসের খেঁচা প্রতিকারকে বাক্যের বই উপহার দেওয়া হয়।]

জগৎপ্রিয় সাহা (কঃ ব্যাখ্যাত)

বসন্তমণ্ডল চারিদিকে যে নারী প্রসূতির ডেউ

এ দিশে যে স্থানটির মহানন্দ কি?

প্রাচীন নারীর ছবি কখনো না করে

যত্নে কখনোই প্রাচীন নারীর সেই বসন্ত

চলেন ইতি প্রাচীন নারীর মিলন কালচারের

ফলিত, সবসময় হয়ে পড়েন না উত্তর।

জগৎ সঙ্কট (মোঃ নূরুজ্জামান)

দেশে নিরস্তর হাজার হাজার শোনা যায়

এক ভক্ত, কি শুধুই বসন্ত ও অনারসিই

দেখি? যে সব দেশেই নারীর শক্তি

শক্তিমান হয়ে যাদের বৃক্কের বসন্ত নিয়ে ফলানো

ফল ফল। অত্যাশে-ভোগ করে তাদেরই

মুগের অন্ন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন তারা

কি কিছুই দায়ী নয়? বৃক্কের বসন্ত নিয়ে

যে কৃষকরা মাটির বৃক্ক সোনার ফল ফলান

তাদের বাক্ত কি? অল্প বেশনে তাই করছেন

তাই? আমরা প্রত্যেকেই কি সেই খোঁজ

হুক্ক নই? যে দেশের চাষা—যারা

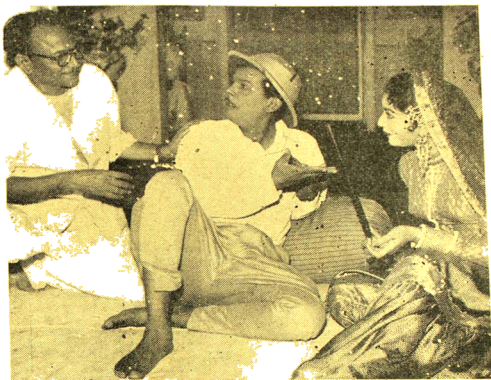
অত্যাশে-ভোগে—সমস্ত অন্ন

সমস্তের মতো—নিষ্কারবরভাবে জীবন

কটাক্ষ—তারের জীবন-যাত্রার মায়ের মতো



যদিও অল্প বসন্ত, ভেঁজ ও শিবাজী মেশন।



বোম্বাই টুটিগর স্টুডিওর অবসরে আশাপাড়াগী অভিনেতৃবর্গ।

কথা না বলে আমরা যারা আমাদের
দাবী মানতে হবে বলে বেতন দুইটির
আদ্যোপদ্য করি তারা কি সত্যিই দেশের
সামগ্রিক মঙ্গল ও কল্যাণ চাই?
নেতারাও হিত তেমনি গ্রাসগুলি যখন
সকীষতার অভাবে ধুকছে তখন পছরের
সভাসমিতিতে 'বক্তার' অঙ্ক তুলে কর্তব্য
শেষ করছেন।

সমগ্রজ্ঞানার সন্ধ্যা (পৈপাতা) ক।
সিনেমার কাহিনীকথের কি সাহিত্যিক?
কিবা আভ্যন্তরীণ সাহিত্যিকরাই কি
সিনেমার কাহিনীকার? প। উপকল্পে
'রটুটি' হিসাবে জ্ঞানার কাছে জানতে

চাই—সামগ্রিক বিশ্লেষণ, দটন: সংঘাত,
বিষ: চরিত্র দুইর মধ্যে কোনটাই দিকে
আপনার বেশি জোঁক? সার্থক উপস্থিতি
কাকে বলবে? ক। সিনেমায় সব সমুদ্র
য়ে সাহিত্যে প্রবাসী সম্পদ কাহিনী রূপ
পাচ্ছ: তা নয়—কেনে কেনে কাহিনীকারকে
সাহিত্যিক মাথা: পেওরা' বাতুলতা মাত্র।
আবার বহু কেনেই প্রকৃত সাহিত্যিকদের
কাহিনী সিনেমায় রূপায়িত হয়। স্বতবাং
দুটি কেনে যারা সংশ্লিষ্ট তাঁর একই
পংক্তিতে পড়েন না। প। সব উপকল্পই
যে একই ভাষে চালানি করা দুরি হলে 'তা'
ত সবই নথ্য চাই। শিল্প পুষ্টি ত' দয়:প্রচ:

1. 11

[বিবিধ]

নির্দিষ্ট কোন বস্তু নয়—ভাঁট ভাব-জগৎ, প্রকৃতি একত্ব হতে পারে না। এটি কারণে কোন ক্ষেত্রে যখনও বস্তু বিবেচনা করেই পাই, কোন ক্ষেত্রে যেমনঃ সত্যিই প্রকৃতি উপলব্ধি হয়। তবে নির্দিষ্ট ভাবেই প্রকৃতি পোষণ করা হয়। আর কোন উপলব্ধি যদি সব কিছুই প্রকৃতি সমগ্রতা বস্তু—তা হলে তা হয় বস্তু-কারণ যোগের ফল। তাহলে উপলব্ধি উপলব্ধি পাইকের মনোবৃত্তি বস্তু প্রকাশিত করে করতে পারে।

হাট্টিংসন মণ্ডল (গোষ্ঠী, পূর্ণ) ক। বিজ্ঞানী, কবি মণ্ডল সে অংশে হাট্টিংসন হাট্টিংসন আলাপা সমগ্র নয়? বা তিনি কি কথা বলতে পারেন? • ক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি এমন মণ্ডলেই হাট্টিংসন হাট্টিংসন নয়। তার মস্তিষ্ক (Brain) অক্ষিৎ পেয়ে বলে ডাকায়। বলেন। সরকারী মাহুতীয়া ডিক্টিওন হাট্টিংসন, কিন্তু কবির একটা উইর মস্তিষ্ক, ফলাফল পান কুণ্ডে পেতে, ফলাফল হাট্টিংসন ফেলেন। বা না, বলেন না।

স্বাধীন কুমার গোপ (সারাক্ষর) যে প্রশ্ন করেছেন, তার প্রশ্ন ভুলভাবে আলোচনা করা চলে না। তা ছাড়া সত্যিই যদি কেউ এ ব্যাপারে জড়িত থাকে তাহলে আপনার সম্বন্ধে কিছুর ধারণা করবেন? মাঝে যদি কোন নীচ কাজ করে থাকে সেটা জাহির করা ভাল নয়।

পতিতশাশুর বন্ধু (কলিকাতা-২০) আপনার প্রশ্নগুলি খেয়ালী বন্ধু হতে পড়েছে। যথেষ্ট সম্ভব সংক্ষেপে সবর ভাষায় প্রস্তাব করুন—উত্তর পাবেন।

কাকলী বন্ধু (আড়া) কিছুদিন আগে পত্রিকার সম্পাদক এখানে এসেছিলেন এবং আত্মীয়তার দৃষ্টিতে আমায় বাড়ীতে গিয়ে। তিনি বললেন আমার সাংবাদিক হয়ে চাকরিতে যোগদান করতে। আরও বললেন যে বসন্তকালে যে সব সাংবাদিক গুলি প্রকাশিত হয় তার সঙ্গে যুক্ত হবে সেই সাংবাদিক আপনার কাজে আসবে। আমার প্রশ্ন এই যে সেই সব সাংবাদিকেরা আপনার পত্রিকার ডাকারে' হলে কোন গড়ান না? • আমো ভালাই আমার কাজ। সে আমো দিকে দিকে যত্নকার দর করক। এক ভাষণে আমোকে মাল্য ডোক রাখিয়ে কি লাভ?

বিকাল দাস (গৌহাটী) বিভিন্ন চল শব্দগোষ্ঠী পড়ে। সবাই বলছে আমায়েরটা নয়। জিজ্ঞাস করলে নোনাতে লেগে যায় যত কাছিনী। যারা জিজ্ঞাসা করেছেন চলে বিদ্রোহ তাক মতমতি কি করে বেছে নেন? • সমস্তই বৈ কি। এইখানেই প্রচলিত ভাষাভাষার মধ্যেই আলোকে পথ দেখেই এগুতে হবে। পাঠে স্বার্থে, পুঙ্খিল আকর্ষণ পড়ে আত্মসাধন জনতা বিশেষতঃ সত্যি, তথ্যের প্রকৃত পথ দেখাবার চোখের বড় অভাব।

আপনার পরিচিত পত্রিকা পারবেমনকারী নিয়মিতভাবে
রূপান্তরিত সরবরাহ করেছে ত? যদি না করে আমাদের জানান।

অভিনেত্রীর জন্ম

আশা পার্থ



সত্যি বলতে কি আমি যে কোনদিন ফিল্মের অভিনেত্রী হব 'একথা আমার পরিজনদের কেউ ত জানেনই নি। এমন কি আমি নিজেও স্বপ্নেও ভাবি নি। এমন কি ফিল্মে অভিনয় করার আগে পর্যন্ত আমি এবং আমার মা-দাদার অচেনা চাকি। আমি কোন কাক-করির মা—ক'খিমে কোনকি চিত্তাকর্ষক নি।

কিন্তু বললে বিশ্বাস করবেন না। একখাটা কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না। 'অবশ্য এটা সত্যিই যা ঘটছিল। কেন না যে মেয়ে মাতা চায় বড় 'বয়েস থেকে মাকে অভিমত করে আসছে—'যবত বেবী' ত্যাগ কেন্দ্রেই মাতার সংগে—সেই যে কোনদিন ফিল্ম-জগতের 'কুখ্যাতি' করে নি এটা অনেকের অবগত

দুপ্ত ভাষায়। আমার এই কাকের মদ্যপিত্ত আমি কলকাতা, সোভিয়েত এবং যে পরিবেশে থাকলাম তারির মধ্যে বেশ নাম করে ফেলছিলাম। লেনিনা, নানী, জলস, ও সাংঘাতী জগৎনাতে আমি 'কলকাতা' শ্রেষ্ঠায় ও মধ্যে মধ্যে করতাম।

আমার ছোট বোনদি নাচ দেখার দ্বাংগারে মা-বাব 'ছ'রনেই উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। বিশেষ করে মাতার উৎসাহটাই ছিল উল্লেখযোগ্য। মা আমাকে বোতামত 'জবে' এ বাপাংগারে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষকও রেখেছিলেন। আমার প্রথম 'বৃত্তা' শিক্ষক ছিলেন জীমোহনলাল পাণ্ডে। তিনি আমাকে কদম নাচ শেখাতেন, তাকী হিসাবে আমি খুবই

1 1

[সিনেমা]

১৩৮

উৎসাহী সিনেমা কুস্তার লুচু মুখা শিকারু সেট ভেঙে বয়েসেই আমার অক্ষর মুখু হ'ল সেখানে। আমার নতুন শিকারী বিনোদী লুচু হ'ল আমার বিনোদন প্রাণীকে বিকশিত করে। কুস্তার তার সবটুকু কথায় অকণক প্রাণে

প্রবোধ করেছিলেন। তাই লুচু-শিকারী হিসেবে আমি পাশ্চাত্যের আলোর প্রথম অরতী হয়েই আমার ছোট্ট জগতের লজ্জা-অপ্রিয়ত্ব কেড়ে নিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি আমি আরও খুব বেশী দুঃখ হয়েছিলাম আমার মায়ের সঙ্গে



বিভিন্ন ভাষায় আমার পাঠ্য

ললিতার হাতি জল জল করে জলতে নেবে। আর আমার গলায় প্রাণের সব সেবা জঘালাটি ঘন পড়ল প্রিন্স

তখন যখন আমার বাবা তাঁর বেহা অনেকটা স্কিনিয়ে ছোট্ট আমার পিঠে ছাপড়ে ছিলেন এবং এমন যখন তাঁর হাসলেন বেহেন

হাসি সান্নিহে সোনমিদি বাবার সাক্ষর
সম্পন্ন মুখে ঈতিপূরে দেখিনি। উজ্জ্বলিত
হবে ব্যাধ। আমার নাড়ের প্রশংসা করলেন।

আ প্রায়ই বলতেন আমি ছোটবেলায় এত
হুম্মর ছিলাম যে যে কেউ আমার ঘোষাশব্দই
আমার প্রতি আকৃষ্ট হতো। আজ আমারও
তাই ঘন হৃদ-কেন্দ্রী পারিবারিক মঙ্গলিন,
হুল শো প্রকৃতিতে নাচবার ক্ষমতা আমার বহু
উচ্চ আসতে লাগলো। এমনকি বিশেষ
বিশেষ সঙ্গীত সম্মেলন ও সঙ্গীত প্রদর্শনীতে
পঞ্চম আমার যত পুঁচক শিল্পীর আহ্বান
আমি ক্রম সৌরভের 'কথা' নয়। আমার
এই সৌরভে বাবা-মাও বিশেষ ব্যাপ্ত
হয়ে পড়লেন আমাকে নিয়ে। আ বোঝানোই
আমাকে নিয়ে যেতে চাইতেন বাবা বিশেষ
উৎসাহ সহকারে আমারের সঙ্গে যেতেন।
কিন্তু আমার জ্ঞান সমালোচক আমি লাভবান
হ'লাম অন্তর্ভুক্ত। কারণ নৃত্যের বিভিন্ন
পাশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের আমাকে ছাত্রী
হিসাবে পাঠ্যের আশ্রয় প্রদান পাঠাতে
লাগলেন। কলে আমি আমার নৃত্যশিক্ষাকে
গুরুত নাট্যম পথের নিয়ে যেতে সক্ষম
হ'লাম একজন বিশিষ্ট নৃত্য শিক্ষকের
শিক্ষাধীনে।

আমার নৃত্যশিক্ষকের মারফৎ বেশ
ক'জন চিত্র প্রযোজক শিল্প কৃষিকার
অভিনয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন এবং কয়েকটি
এমন প্রস্তাব এলো যা আর্থিক দিক
নির্ভর বেশ সুসঙ্গীত। কিন্তু বা বাবার
কেউই আমাকে দিয়ে অভিনয় করতে দিতে
ইচ্ছুক ছিলেন না। তা' ডাড়া আশ্চর্য্যবশত
দিয়ে আমাদের তেমন কিছু অস্বস্তিক
ছিল না বলে প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করার
প্রয়োজন হতো না।

আমি আমার নৃত্য সংশ্লিষ্ট চালিয়ে

যেতে লাগলাম। যথাস্থানে এবং দিনের
পর-দিন তাহত আরও উৎসাহ নিয়ে
পড়ীকতার পক্ষে এগিয়ে যেতে লাগলাম।
কলে সাধারণতঃ আর্থপ্রদানের আহ্বানও
নৃত্যের পর দিন বৈক্যে যেতে লাগলো। কুই
কয়েকটি আমার অন প্রাণ নৃত্যের সাপনার
জুবে যেতে লাগলো আর ঠিক ক'রে ফেললাম
যে নৃত্যই হবে আমার সাপনা, আমার
তীর্থিকা। অল্প মাঝে মাঝে এমনও
ভাবতাম যে আমি ভাঙার হাং—আমার
আমাদের ক'জন মহান নেত্রী, বিশেষ করে
সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা শুনে আমি স্বপ্ন
সেখতাম, রাজনীতিক হ'বার।

কিন্তু নৃত্যশিল্পী হিসাবে ততই আমার
নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল ততটুকু
প্রযোজকরা ঘনঘন নানা লেভেলের প্রস্তাব
নিয়ে আসতে লাগলেন। কলে সাধারণতঃ
গাথা আমার চেতনকার মূল প্রতিভাকে
হুল কলে সমীকৃত করে তুলতে সঙ্গ ব্যাপ্ত
তাড়া দ্রুত পাললেন যে, আমার ভবিষ্যৎ
স্বপ্নে একটা কিছু থির সিদ্ধান্তে পৌঁছত
আসতে হবে।

তাই প্রযোজক, বিমল হার স্বপ্ন-ভিত্তিক
'পাশ বেটি' ছবির একটি শিল্প কৃষিকার
প্রস্তাব নিয়ে এলেন তা প্রত্যাখ্যান করলেন
ন। আমার পক্ষ থেকে চুক্তিতে সই করে
আমাকে ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে
অভিনয় করি আর যাই করি নাচকে
অবহেলা করা চলবে না। তাই মাত্র ন'
বছর আগেই আমি বিশ্বের বিভিন্ন
জড়িত করবার ব্যয়োগ পেলাম। যদিও স্বপ্নের
ভাবিনি যে সোনমিদি আমি চিত্রশিল্পের
সঙ্গে জড়িত হবো।

প্রথম দিন ইতিপূরে চুকলাম ভয়ে ভয়ে।
দুর্ক ভরা কাপুনি নিয়ে কাষেরা আর লাভ

[নিবেদন]

লাইটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চেঁচি
মোহেট। যখন হাল আমি যেন ক্রমেই
চড়চড়ত হইতে থাকি। যখন হাল একটা
সংশোধিত আঁখি দেখতে পাইব না। প্রয়োজন
হলি নিকটে পারব না। আমার হাত, পদ
কিন্তু শের পক্ষ আঁখি নিকট নিচে
অভিন্নরূপে আমার কৃষিকাঠিতে। অথচ
সেই সঙ্গে আমার পাঠ্য ও মাঠের প্রত্ননীতে
যাত্রাভাও চলতে লাগলো। এমনকি ক্রমেই
দূর দূর বেশ থেকে আমার আসান আসতে
লাগলো। আমাকে বুঝাশিলী হিসাবে
বিশেষভাবে সম্মানিত করল যে অল্পদানগুলি
তাঁ হাল গিলিতে রাষ্ট্রপতি, তখন অল্পদান
“মল ইতিবা, ডাল স্ট্রিমার, বহির্বিদ্যে
“প্রত্নীকাল” কনজারিং, যথং বোধের
ক্যাটলিন হলে এলিয়ান ডেলিটেকের সামনে
প্রদর্শিত রূপ। ইতিমধ্যে আমি মনস্থির
করে ফেলছিলাম যে আমি বুঝাশিলী
দ্বিধাবেই ভীষনে প্রতিষ্ঠান করতে চাই।
বাবা-ম: দুই হলেন আমার এই সিদ্ধান্তে এবং
নিকট করে গিয়ে ফিল্ডে অভিন্নরূপে
কোন প্রত্যাব গ্রহণ করতে।

এই সুন্দর আমি বিদ্যে করলাম যে বা
এশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলিতে বুঝা
ধর্মনিরূপে করতে বেরবা। এইরূপ সিদ্ধান্ত করে
দল গঠনে মন দিলাম। কিছুদিনের মধ্যে
আমরা যখন প্রায় প্রস্তুতি পর্ব শেষ করেছি

তখনই বাবা-মার সঙ্গে আমারও সাদৃশ্য
এলো: চতুলাল শব্দে “বহুভাষী” ভিত্তির
মহাবাহাদুরে যোগ দিতে। উক্ত অল্পদানে
আমার সঙ্গে প্রখ্যাত যথোক্ত শব্দে বুঝাশিলী
পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। বুঝা বাহালা এই
পরিচয় আমার ভবিষ্যৎ ভীষনের উপর এক
ফলপ্রসূ প্রভাব ফেলল। কথা প্রসঙ্গে আমি
বুঝাশিলী প্রত্যাব কল্পন উর যোগাশী ভিত্তির
নাটিক: উল্লেখ করি। অভিন্নরূপে আমি বুঝা
হলে তিনি বুঝা হইবে। বুঝা বাহালা এমন
প্রত্যাব আমি অতীতেও বহু পেয়েছি কিন্তু
গ্রহণ করিনি। সেই বহুই দত্তবাল জানিয়ে
যি: বুঝাশিলীকে অক্ষমতা: জানালাম। যথোক্ত
প্রস্তুতি চলতে লাগলো। আমায় নাচ পাঠ্য।

কিন্তু অর্থাৎ হালম এর কয়েকদিন পর আমি
বুঝাশিলী বাহু থেকে একটি পত্রপেয়ে। পত্রে
তিনি তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে
অগ্ররোপ জানিয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত
আমি দেখা করতে গেলাম তাঁর সঙ্গে এবং
তাঁর মনু প্রত্নীকাল ফিল্ডারের প্রথম ভবি
দিল থেকে দেখার নাটিকা চরিত্রে অভিনয়
করবে। বঁকে চুক্তিপত্রে দৈই করলাম। দিনটা
ছিল বরা: অষ্টোবর। আমার তখন দিন: এ
ছাড়া আরও পাঁচটি ভবিতে অভিন্নরূপে করব
বলেও চুক্তিবদ্ধ হলাম। আমার সেই অল্প
দিনে অভিন্নরূপে আশা পারোপ-এর হাল নব
ভূত।

• বলেছেন আপা পারোপ: লিপেছেন উবিভ্যাতম •

কর্মশালি

কলাগুলি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের দক্ষ সাহিত্য, সঙ্গীত
নিবেদন, মঞ্চ, লিপিতকলা বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রি, লেখার ও গ্রন্থ
দেখার অভিজ্ঞ সহযোগী চাই। যোগাযোগ উল্লেখ নিম্নরূপে প্রাপ্ত
বেতন জানিয়ে সম্পাদকের বরাবরে পত্র দিন—

ଶ୍ରୀ ୧୦. ଗୁଣ୍ଡିଚା ପଞ୍ଚାମିତ୍ର]

চাপে কবে সর্বাধিক পাঠ দিতে শুরু করেন।
বাবার কাছ থেকে এটি প্রেরণা ও শিক্ষা পেয়ে
জরাজীর্ণ ও উত্তরাধিকার হয়ে পড়ে।
প্রতিভাকে এমনভাবে শাণায় প্রাণায় মেলে
দরা আশার পক্ষে সন্তুষ্ট হয়েছিল।

প্রথমে একটি মারিটিমিও প্রে-বাক
করে। তারপরও কিছুক্ষণের
করে। ছবিটির নাম 'কিনো-থোডুল ডা
ডোর'। তারপর থেকে আর পর্যন্ত বহু
ছবিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। তার
মতামত অত্যন্ত মজার। বর্তমান আধুনিক
মারিটমিওর মধ্যে প্রায়ই আরো নৈসর্গিক

বোম্বাইয়ত অতি বলাৎসব ন্য। যে লব
চৰিত্ৰে আপা মে-বাল্য কৰেইন লেখলি
নমো 'এত কি গুণি' বাপু
কি, 'হাতি' 'জগৎ মিলি', 'বাল
যে হাতি' অতি উল্লস জনপ্রিয় কৰে
কুলেত। বিদ্য এবং বেকত ছাড়া ব্ৰেজিলেও
আলা নিমিত্তভাৰে গৈয়ে থাকিল।
পকিলি হি 'আলা নিমিত্ত ভাবে আলা
গান গাইছিল।' উত্তৰ কথেকটি বাংলা গান
বীতিমিত জনপ্রিয় হইতে।

ব্যক্তিগত জীবনে আমি বিবাহিষ্ঠিত। এবং
বোম্বাই-এ দ্বিরাণী পার্ক জন্মগোড়। অংশ
উনি প্রিভটম সঙ্খ্যাক্ষর।

পরিবেশের ককল্যাণ নিয়ে তার ইচ্ছাশ-পরকাণের সব দক্ষিণে
 নিয়ন্ত্রণে দয়ালু তাকাবে। বিশিষ্ট বিজ্ঞান। বিদ্যার কলহে নাতক
 লেখেন। কিন্তু নাট্যশালার রান হয়েছেন তাকার হাতে —
 তাই নাট্য-মঞ্চের —

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—নিয়মিত দেখা দিচ্ছেন:—

মটার থিয়েটারে

ফোন : ৫৫-১১৩৯

ନାଟ୍ୟ କଳା ଓ ପରିଚାଳନା : ମେଧନାରାୟଣ, ଡକ୍ଟର

સંબોધક પરિચાનના : અનિલ શાહ

अथ ५ अक्षरानि मण्डितः अनिल नमः

• श्रीकाव्य •

ছবি বিশাখা, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, জাম
লাহা, কৃষ্ণধন বোধোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অলপা দেবী, গীতা
দে, লাহনা রায় চৌধুরী মা: সুধেন, প্রোবাক্ত বসু ও গঙ্গা দাস।

জাতীয় সংস্কৃতি সাপ্তাহিক

কুসুমজলি

সম্পাদক : সূর্যহংস বাক্সী

১১ ই চৈত্র

ভদ্রবার

:

১৬৬৬

:

১২শ বর্ষ

: উপদেষ্টা পরিষৎ :

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ডঃ কালিদাস নাথ : ডঃ সুরকুমার সেন

ভারতেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মনোজ বসু : প্রমোদ সিংহ : শ্রীমতী বাণী রায়

রাজা রাও দীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

: প্রকাশক :

শ্রীমৎ. এণ্ড পিরিত্তিকালন্দ,

ব্যবস্থাপনায় : শ্রীহিরেন্দ্রনাথ ঘোষ

কার্যালয় : ৩/১, বান্ধুশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১ (ফোন : ২০২৬১৭)

Vol—XII. W. E. 25th. March, 1960. Friday

Edited by : SUDHANGSU BAKSI

Printed by Sitaangsu Baksi from Banga Azad Press, 12, Bolai Daita Street, Calcutta-1, and published by the same from 3/1, Bankshall Street, Calcutta-1, for Messrs PRESS & PUBLICATIONS (Phon. 23 2617)

: মুদ্রণ সহায়তায় :

বিসেকানন্দ প্রেস এন্ড পাব্লিশিং লিমিটেড

২ নং শিবনাথবাগ ৮/১ স্ট্রীট, কলিকাতা



Mr. J. H. Brown
at the site of the
1st. H. H. Brown

REGD. NO.

Roopenjali

10 nP

MENCEC-2008



GURU DUTT FILMS

चौदहवीं का चौद

چودھویں کا چود



Starring
WAHEEDA
GURU DUTT
JOHNNY
REHMAN
MINU

Direction
SADIQ

Music
RAVI

Lipstick
SHAKEEL

SOON AT YOUR FAVOURITE THEATRES
A Navlog Release